ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 January, 2021 ■ আগরতলা, ৩০ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৫ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনমূলক নীতির কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেঃ রাষ্ট্রপতি

।। **অভিজিৎ রায় চৌধুরী** ।।

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ।। কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনমূলক নীতির কারণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে জঙ্গী কার্যকলাপ হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয় বিপথগামী যুবকরা দেশের উন্নয়নে অংশদারী হতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। শুক্রবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ একথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য বহুমুখী কর্মপন্থা হাতে নিয়েছে। যার সুফল এই অঞ্চলের মানুষ পাচ্ছেন। নদীর জল নিয়ে সমস্যার যেমন নিরসন হয়েছে। তেমনি সীমান্তে এপরাধ লাঘবেও জোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ও মিজোরামে রিয়াং শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের সমস্যারও নিরসন হয়েছে। সেই সাথে এই অঞ্চলের সড়ক, বিমান, রেল ও জলপথে যোগাযোগের পরিকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিলের নামে যা হয়েছিল, তাতে হতাশ সমগ্র দেশবাসী। হতাশা ব্যক্ত করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও। রাষ্ট্রপতি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'জাতীয় পতাকা ও প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো পবিত্র দিনের অবমাননা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। এদিন সংসদের যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা রাখেন রাষ্ট্রপতি। করোনা-পরিস্থিতি থেকে গালওয়ান উপত্যকা, কৃষক স্বার্থে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বক্তৃতা রাখেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, 'করোনা মহামারীর মধ্যে সংসদের যৌথ অধিবেশন অত্যন্ত জরুরি। নতুন বছর এবং নতুন দশকেরও শুরু এবং স্বাধীনতার ৭৫ তম বছরে প্রবেশ করছি আমরা। সমস্ত সাংসদরা এখানে এই বার্তা ও বিশ্বাস নিয়ে উপস্থিত রয়েছেন যে, চ্যালেঞ্জ যত কঠিনই হোক না-কেন ভারতকে কেউ রুখতে পারবে না। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা বহু নাগরিককে হারিয়েছি। করোনাকালেই প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। কোভিদের জন্য অকালেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৬ জন সাংসদ। তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।'

রাষ্ট্রপতি এদিন আরও বলেন, 'সঠিক সময়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট, এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের প্রাণ বেঁচেছে। বর্তমানে নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে কমছে। সুস্থতার সংখ্যা অনেক বেশি। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম টিকা কর্মসূচি শুরু করেছে ভারত, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দু''টি ভ্যাকসিনই স্বদেশী। এই সঙ্কটের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লির সিংঘু সীমান্তে ফের উত্তেজনা, আহত পাঁচ পুলিশকর্মী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) ।। দিল্লির সিঙ্ঘু সীমান্তে ফের উত্তেজনা। দিল্লি সীমান্তে অবস্থানরত আন্দোলনকারী কৃষকদের এলাকা ছাড়ার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে কয়েকশো লোক।পাল্টা তাঁদের উপর হামলা চালান আন্দোলনকারী কৃষকরা। কৃষকরা পুলিশ লক্ষ্য করে পথর ছোড়ে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ, লাঠিচার্জও করা হয় বলে খবর। এই বিক্ষোভে আলিপুর থানার এসএইচও সহ পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আলিপুর থানার এসএইচও প্রদীপ পালিওয়ালকে তরোয়াল দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে।

শুক্রবার দিল্লির সিঙ্ঘু সীমান্তে অবস্থানকারী কৃষকদের এলাকা ছাড়ার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে কয়েকশো লোক। তারা এলাকারই লোক বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। কৃষকদের জমায়েতে ঢুকে পড়ে তাদের তাঁবু ভাঙচুর, পাথর নিয়ে হামলা করে তারা। এদের দাবি, ''সিঙ্ঘু বর্ডার খালি করো'',গণতন্ত্র দিবসে যারা তেরঙ্গাকে অপমান করেছে তাদের এই জায়গায় বসে থাকা যাবে না।

এদিকে, কয়েকশো লোকের ওই হামলার পরই তাদের দিকে তেড়ে যান আন্দোলনকারী কৃষকরা। ছোড়া হয় পাথর, লাঠি নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা। পাশাপাশি তাড়া করা হয় পুলিশকেও।বাধ্য হয়েই টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ, লাঠিচার্জও করা হয়।

দু'পক্ষের বিক্ষোভে বেশ কয়েক জন প্রতিবাদী এবং পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। এই বিক্ষোভে আলিপুর থানার এসএইচও সহ পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আলিপুর থানার এসএইচও প্রদীপ পালিওয়ালকে তরোয়াল দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে।

ভারতের করোনা ভ্যাকসিনের ক্ষমতা এখন সারা বিশ্বের সেরা সম্পদঃ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব

জেনেভা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) ।। ফের বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল হল ভারতের মুখ। ভারতের তৈরি করোনা ভ্যাকসিনের প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেন, ভারতের করোনা ভ্যাকসিনের ক্ষমতা এখন সারা বিশ্বের সেরা সম্পদ।

বিনা শর্তেই করোনা ভ্যাকসিন বাংলাদেশ-সহ পড়শি দেশগুলিকে জোগান দিচ্ছে ভারত। সেই প্রসঙ্গে মতামত জানাতে গিয়েই গুতেরেস বলেন, "আমি জানি ভারতবর্ষ বিপুল পরিমাণে টিকার ডোজ তৈরি করেছে। সেই কারণে ভারতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্বজুড়ে ভ্যাকসিনের চাহিদা মেটানোর সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ বিজ্ঞানীদের কাছে রয়েছে।" এরপরই রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেন, "ভারতের টিকা তৈরির ক্ষমতা এখন সারা বিশ্বের সেরা সম্পদ। আমি আশা করছি, এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব গোটা দুনিয়া বুঝতে পারবে।"

করোনা টিকার গণতন্ত্রীকরণ নিয়ে এদিন গুতেরেস বলেন, " মানুষের জীবন বাঁচানোর ওষুধগুলি সারা বিশ্বে সমানভাবে বিতরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। সারা বিশ্বে যে সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য সংস্থাগুলির করোনা টিকা তৈরি করছে তাঁদের অবিলম্বে তা বিতরণের লাইসেন্স দেওয়া উচিত, আর তার জন্য আমি আবারও আবেদন জানিয়েছি।"

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই প্রায় ৫৫ লক্ষ করোনা টিকা প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাঠিয়েছে ভারতবর্ষ। রাষ্ট্রসংঘের সাপ্তাহিক বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ওমান এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু দ্বীপেও ভারত ভ্যাকসিন পাঠাবে। আফ্রিকায় প্রায় ১ কোটি টিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) ।। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই দশকের দিকে আলোকপাত করেই এই বাজেট অধিবেশনে আলোচনা হওয়া উচিত। শুক্রবার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিড পরিস্থিতি, কৃষক বিক্ষোভের মধ্যেই শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন। এদিন সকালেই সংসদে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দশককে পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ''নতুন দশকের প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে শুক্রবার থেকে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণ করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে দেশের কাছে। এই দশককে পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। এই অধিবেশনে আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে

বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

উচিত। এই কথা মাথায় রেখে, এই দশকের দিকে আলোকপাত করে এই অধিবেশনে আলোচনা হওয়া আসুক অমৃত। আমার বিশ্বাস জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে আমরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভর্তি নিয়ে রামঠাকুর কলেজে জটিলতা, ক্ষোভে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। রাজধানীর রামঠাকুর কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে জটিলতাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা এলাকা। জানা যায়, রামঠাকুর কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় তালিকা শুক্রবার প্রকাশিত হয়। এই তালিকাতেও অনেকেই স্থান পায়নি। তাতে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়। তারা কলেজের সামনে প্রথমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেখান থেকে তারা কলেজ সংলগ্ন আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে গিয়ে অবরোধ করে। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধ স্থলের দুপাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দূর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃবৃন্দ অবরোধ স্থলে ছুটে যান। তারা অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন ভর্তির প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়ে যায়নি। কোনো ছাত্রছাত্রী যাতে ভর্তির আওতার বাইরে না থাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিল্পে বিনিয়োগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। রাজ্যের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিল্পে বিনিয়োগ। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এলে রাজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যে শিল্প স্থাপনে বেসরকারি বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সরকার উৎসাহিত করছে। শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়াও অনেক সরলীকরণ করা হয়েছে। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩১তম শিল্প বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যে নতুন নতুন ব্যাবসা, বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপনে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বর্তমান সরকারের মাত্র ৩২ মাসে ছোট ছোট বানিজ্য সংস্থা ত্রিপুরায় ১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। আরও নতুন নতুন সংস্থাকে ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। এই মেলা আগামী ১৫ ফেবয়ারি পর্যন্ত চলবে। এ বছর শিল্প ও বাণিজ্য মেলার থিম হচ্ছে 'বাঁশ-ত্রিপুরার সবুজ সোনা'। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। বেকারদের স্বরোজগারী করার লক্ষ্যে সরকার প্রধানমন্ত্রীর ভোক্যাল ফর লোকাল স্লোগান বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করে তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের আহ্বানে হুঙ্কার সভায় রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর নাগরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। রাজ্যে ক্রমগত বেড়ে চলা নারী নির্যাতন রোধ করা, বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে সামনে রেখে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি হুঙ্কার মিছিল সংগঠিত করল প্রদেশ কংগ্রেস। যদিও এই হুঙ্কার মিছিল ও সভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলের দাবী কংগ্রেসের চিরাচরিত শক্তি প্রদর্শন।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কোলদ্বিপ সিং নাগরা এবং সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তিব্র বিষোদ্গার করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন।

রাজ্যের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং কর্ম সংস্থানের দাবীতে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্ব ভারতীয় স্তরের নেতৃত্বরা রাজ্য সফরে এসে হুঙ্কার মিছিল সংগঠিত করেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমান নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। রাজ্যে প্রতিদিন নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ, বিএসএফ এবং টিএসআর বাহিনী। শুক্রবার সকালে যাত্রাপুর থানা এলাকার কালীখোলা এডিসি ভিলেজে অভিযান চালিয়ে আট বস্তা শুকনো গাঁজা এবং প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা যায় যাত্রাপুর থানার ওসি জতীন্দ্র দাসের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল কালীখলা এডিসি ভিলেজে একটি বাড়িতে পাচারের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমান ইয়াবা ট্যাবলেট এবং শুকনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না ঃ পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নানা চক্রান্ত শুরু করলেও কৃষক আন্দোলন কোনোভাবে স্তব্ধ করা যাবে না। বরং আন্দোলন আরও তেজি হবে। দিল্লিতে ট্যাক্টর র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার পর রাজ্যের ফিরে এসে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর এবং সহ সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ মতিলাল সরকার এই হুঙ্কার দিয়েছেন।

শুক্রবার আগরতলায় সংগঠনের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লায় যারা কৃষক আন্দোলনে নামে একটি ধর্মীয় সংগঠনের পতাকা তুলেছে তাদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ঘটনাকে পুঁজি করে কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলন কারীদের গাঁজিপুর সীমান্ত থেকে উঠে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। এরপর থেকে নেতাদের ধরপাকড়ের চেষ্টা চলছে। এভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী পুলিশের জালে আটক ৪ বাংলাদেশি

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) ।। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের সম্ভবত মুম্বাইয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। গতকালের পর আজ আরও চার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে আটক করা করেছে পুলিশ। তাদের সাথে মুম্বাইয়ের যোগসূত্র রয়েছে। গতকাল একজনকে আটক করা হয়েছিল। তিনি মুম্বাই যাচ্ছিলেন। আজ ধৃত চারজনের মধ্যে একজন মুম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা বলে প্রমাণ মিলেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শেখ নিজাম, মহম্মদ কাউ সোভান, মহম্মদ হাফিজ শেখ এবং দিলওয়ার শেখকে এমবিবি বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়েছে। তারা এয়ার ইন্ডিয়া-র বিমানে কলকাতা যাচ্ছিলেন। পুলিশের দাবি, আজ ওই চারজন বিমানবন্দরে বোর্ডিং পাস নেওয়ার জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র জমা দেন। তখন তাদের মধ্যে একজনকে বাবার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়।

সচিত্র পরিচয়পত্রে লেখা নামের সাথে অমিল ধরা পড়ায় বিমান সংস্থার কর্মীদের সন্দেহ হয়। তখন পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তাতে অসংলগ্নতা ধরা পড়ে যায়। তখন পুলিশ তাদের চার জনকেই গ্রেফতার করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যহাতির আক্রমণে মৃত মহিলার দেহ নিয়ে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জানুয়ারি ।। বন্যহাতির হামলায় পঞ্চাশোর্ধ জনজাতি মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় জনগণ আজ শুক্রবার মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন। খিলিংতি দেববর্মার মৃতদেহ নিয়ে আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ চাকমাঘাট এলাকায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় উভয় দিকে প্রচুর যানবাহন আটক পড়ে। অবরোধকারীরা মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা, পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি এবং হাতির বিচরণ এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল বন্যহাতির আক্রমণে প্রাণ গিয়েছে পঞ্চাশোর্ধ মহিলা খিলিংতি দেববর্মার। ওই ঘটনায় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন উত্তর মহারানিপুর এলাকায় জনমনে আতঙ্ক ও ক্ষোভ উভয়ই দেখা দিয়েছে। খিলিংতি দেববর্মার মৃতদেহ গতকাল সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছিল। আজ ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটা নাগাদ উত্তর মহারানিপুর এলাকা থেকে একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে প্রেমিক যুগলের গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারি ।। শুক্রবার সাতসকালে গলায় ফাঁস জড়িয়ে প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন লক্ষ্মীবিল ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় রবার বাগানে একই গাছে এক জোড়া নাবালক-নাবালিকার মৃতদেহ ঝুলছে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ১৭ বছর বয়সি নাবালক এবং ১৬ বছর বয়সি নাবালিকার আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে চিকনছড়ার বাসিন্দা ওই নাবালক এবং চম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দেশবন্ধু কলোনির বাসিন্দা নাবালিকার মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। গতকাল থেকে তারা দুজনেই নিখোঁজ ছিল। সম্ভবত গতরাতেই তারা আত্মহত্যা করেছে।

মৃতার বাবা জানিয়েছেন, মেয়ে একটি ছেলের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়েছে বলে গতকালই তাঁরা জানতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, মেয়েকে ভীষণ আদর করতেন। তাই, ওই বিষয়ে জানার পরও তাকে গালমন্দ কিছুই করেননি।। তবে, তার মা কিছুটা রাগারাগি করেছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১১২ ▫ ৩০ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১৬ মাঘ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জব ফেয়ারের অথ:কথা

বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে সরকারি চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে বর্তমান সরকার। এজন্য জব ফেয়ার এর আয়োজন করা হইতেছে।শুক্রবারও আগরতলায় এই ধরনের একটি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩৮০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হইবে এই জব ফেয়ার এর মধ্য দিয়া। প্রকৃতপক্ষে সরকারি চাকরি না পাওয়ার কারণে এইসব জব ফেয়ার এর মধ্য দিয়ে কাজের সন্ধান করিতেছে।কিন্তু প্রশ্ন হইল অতীতে এই ধরনের জব ফেয়ার এর মাধ্যমে যাহাদের বিভিন্ন কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহারা তাহাদের সুযোগ-সুবিধা কতখানি ভোগ করিতেছে তাহা খতিয়ে দেখা হইয়াছে কি?এই ধরনের জব ফরমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এর সুযোগ পাওয়া অনেক যুবক-যুবতী রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই এই ধরনের জব ফেয়ারের যৌক্তিকতা নিয়াও নানা মহলে প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে।

গোটা দেশ জুড়িয়া বেকারত্বের হার দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ কর্মসংস্থাানের সুযোগ কমিতেছে। তাহাতে জটিল সমস্যায় পড়িয়াছে যুব সমাজ।রাজনৈতিকক দল এবং নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতি খেলাপের ঘটনা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া দেশের বেকাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইতেছেন।বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।কিন্তু নির্বাচনের বৈতরণী পার হইয়া যাইবার পর তারা সেই সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যায়।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতারণার শামিল।বেকার সহ জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা এ ধরনের প্রতারণা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না।এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নির্বাচন উপস্থিত হইলেই নেতা-নেত্রীরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিবেন, তাহা প্রায় আলো-বাতাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবেন না, তাহাও একই রকম স্বাভাবিক। এই অন্যায় আচরণটি মানুষ অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন বুঝিয়াছেন, ইহা কথার কথা। কয়জনইবা জানিতে চাহিয়াছেন, বৎসরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হইল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক বার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নেতারা যেমন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভাঙেন। মৌখিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনও ফারাক খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল, কারণ তাহাতে কোথাও কোনও আইনি অঙ্গীকার নাই। আইনি বিচারে মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য সম্ভবত কানাকড়িও হইবে না। কিন্তু, মানুষের মন এই ভাবে বিচার করে না। বহু সাধারণ মানুষই এখনও রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক দল বা তাহার নেতাদের পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। ফলে, অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন জিতিয়া আসিলে সত্যিই কর্মসংস্থান করিবে। অর্থাৎ, যাহা বলিতেছে, মানুষের নিকট তাহা অনেক বেশি সত্যি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাতে লাভ বিলক্ষণ। সুতরাং, প্রচারকৌশল হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই।প্রশ্ন হইল, তাহা নৈতিক কি না। ইহার মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহা সম্ভবত সমাপতন হেন। নেতাদের মুখের কথার তুলনায় ইশতেহারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কেহ বলিতেই পারেন, যে জনগণের উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের ভার ন্যস্ত, তাহা এমন বিবেচনাহীন হইবে কেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমাত্রেই যে ভঙ্গুর, এবং এই ক্ষেত্রে যে দলের ফারাক নাই এই কথাটি মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝিবেন না কেন? নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রশ্নগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, বেকারের পরিসংখ্যান জোগাড় করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে সরকারি ভাবটি আছে, তাহা যে হেতু বহু মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহাকে পৃথক করিয়া দেখাই বিধেয়। শুধু মানুষের মন ভুলানো নহে, তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টাটিকেও পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা বিধেয়। বিশেষত, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং তীব্র। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাটি কখনও রাজ্যের পিছু ছাড়ে নাই কোনও সরকারই তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে নাই। এমন একটি সমস্যাকে হাতিয়ার বানাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই প্রচার আইনের গণ্ডি লঙ্ঘন করে কি না, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নৈতিকতার লক্ষ্মণরেখা পার করিয়াছে। মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের যে অন্যায়টি সব দলই করে তাহা অন্যায়তর। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রত্যেক সরকারকেই সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। শুধুমাত্রর সরকারি চাকরীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ বাহির করিতে হইবে। কিন্তু তেমন ধরনের কর্মসংস্থানের পদ সৃষ্টি করিলে চলিবে না যাহাতে যুবক-যুবতীরা বিপদের সম্মুখীন হয়।জব ফেয়ার এর মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানিতে বা বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত যুবক-যুবতীরা কতটা স্বার্থ রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে সেই বিষয়ক খোঁজ খবর রাখা সরকারের দায়িত্ব। অন্যতায় এই ধরনের কোম্পানি বা সংস্থাকে ডাকিয়া আনিয়া জব ফেয়ার করিবার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না।

ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ভাতারে

ভাতার, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে দোকানের ভিতর এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম শেখ মকবুল হোসেন। শুক্রবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক দুই বছর আগে ভাতার স্টেশন বাজারে জামা-কাপড়ের দোকান খোলেন। যুবকের বাবা নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, দোকানের জিনিস কিনতে গতকাল মকবুল বাড়ি থেকে বের হন। এরপর সন্ধ্যায় ফোন করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। নুরুলবাবু জানান, রাত ১২টা পর্যন্ত ছেলে বাড়ি না ফেরায় দোকানে গিয়ে চাবি লাগানো দেখে তিনি বাড়ি চলে আসেন। এদিন সকালে দোকানের কর্মচারীরা তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। মৃতের স্ত্রী পারভিন সুলতানা জানান, গত তিন মাস ধরে এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁর স্বামী। তবে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে কোনও অশান্তি হয়নি। তাসত্ত্বেও কেন এমন ঘটনা ঘটাল বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মালদায় ভুটভুটির সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুকাগামি রাজ্য সড়কে বড়াডাঙি গ্রামের কাছে ভুটভুটির সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম গুলাব আলি(২১)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাইপুর গোলাড়মোড় এলাকায়।

অগ্নিশিখার রহস্য ও অগ্নি নির্বাপণ

জনরঞ্জন গোস্বামী

ভারতীয় পুরাণে তিন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন। অগ্নির ত্রিমূর্তি---আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। দু'টি কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয় বলে পুরাণে এর আরেক নাম প্রমন্থ (গ্রীক পুরাণে আছে, প্রমিথিউস)। পুরাণে আরও বলা হয়েছে, অগ্নি দেবতাদের হব্যবাহক, সমিধ ঘৃত অগ্নির খাদ্য, ইনি পৃথিবীর কেশরূপ বনকে ধ্বংস করেন। অগ্নির সপ্তবিধ শিখা---করালী ধামিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীল লোহিতা, পদ্মরাগ, সুবর্ণা। প্রতিটি শিখা নিয়েই নানা পৌরাণিক কাহিনি আছে। পৌরাণিক কাহিনিতে যাই থাক, বাস্তবের অগ্নিশিখার প্রকৃত পরিচয় আমাদের কতটা জানা আছে? আগ্নি শিখায় সঙ্গে আমাদের পরিচয় জন্ম থেকেই। সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে আগুনের কথা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আগুন থেকে উপকারের শেষ নেই, আবার বিপদেরও শেষ নেই।

অগ্নিশিখায় কলকাতার ঢাকুরিয়ায় আমরি হাসপাতালে (২০১১ সালে) ৯৫ জন, পার্ক স্ট্রিটের কোর্টে (২০১৩) ৪২ জন দিল্লির আনাজ মাণ্ডিতে ১৯ জন, দিল্লির উপহার সিনেমা হলে ৫৯ জন বা হরিয়ানার স্কুল বিল্ডিংয়ের ৩০০ ছাত্রের পুড়ে মরার দগদগে স্মৃতি আমাদের এখনও আতঙ্কিত করে। ২০১৭ সালে লণ্ডনে একটি বহুতল বাড়িতে ৭২ জন পুড়ে মারা যান। এই তো কিুদিন আগে ফ্রান্সে ঐতিহ্যবাহী নতোরদাম ক্যাথিড্রাল পুড়ে গেল। এবছরই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া দাবানল কত জঙ্গল যে পুড়িয়ে দিল। আমাজনের জঙ্গলের গাছপালা ও অসংখ্য পশুপাখি পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ভারতের ৭১২২৪৯ বর্গকিমি বনাঞ্চলের মধ্যে ১৫২৪২ বর্গকিমি দাবালপ্রবন এলাকা। ২০১৯ সালে ভারতে ২৯৫৪৭ টি দাবানলের ঘটনার কথা জানা গেছে। আইপিসিসি রিপোর্ট অনুসারে দাবানল বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি বড় কারণ। ঘটনা হল অগ্নিশিখার পাগলামি আটকানো বা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার মতো বিদ্যা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। দহন প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ।

এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমাদের প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ১৭০ বছর আগে দেওয়ছা মাইকেল ফ্যারাডের মোমবাতির উপর বক্তৃতা। মোমবাতি থেকে যে শিখা বের হয় তা হল ব্যাপন শিখা (ডিফিউশন ফ্লেম)। দহন প্রক্রিয়ায় ব্যপন শিখার মানে হল এমন শিখা যেখানে জারক ও শিখা দহনের আগে আলাদা হয়, যদিও ব্যাপক শিখার ক্ষেত্রে ব্যপন ও পরিচালন---দুই প্রক্রিয়াই জড়িত। মোমবাতি থেকে যে শিখাটি বের হয়, সেখানে জ্বালানি ও বাতাসের যৌথ সীমানায় এলাকটিকে বলা হয় রিঅ্যাকশন জোন, যার গভীরতা ২০০ এমজি (এ গ্রামের এক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ)। উল্লেখ করা দরকার যে শিখার অভ্যন্তর একটি সম্পূর্ণ অক্সিজেনমুক্ত পরিবেশ।

আগুনের শিখা তৈরি করতে কী দরকার, এ প্রশ্নে জবাব যে কেউ তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেবে। বাতাসে আর জ্বালানি হলেই আগুন জ্বালানো যাবে। হ্যাঁ, এই উত্তরে কোনও ভুল নেই। কিন্তু এই উত্তর ভুল ধারণে যে, বিষয়টি খুব সহজ। আসলে দহন প্রক্রিয়া একটি জটিল ব্যাপার। সহজতম হাইড্রো কার্বনের দহন, মিথেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কয়েকশত রকমের মধ্যবর্তী ও উপজাত দ্রব্য নানান হারে তৈরি হয়।

কী হারে এসব বস্তু তৈরি হবে, তা নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর, যা আবার নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয় শিখার মধ্যেও। উপজাত দ্রব্যের মধ্যে ঝুল বা ভুষো হচ্ছে অন্যতম। ভুষো কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এর তার ধারকত্ব যথেষ্ট বেশি, সেজন্য তা তপ্ত হয়ে দীপ্তি পায়। বস্তুত দুটো বিকারকের মধ্যে বিক্রিয়ার মধ্যে কত যে জটিলতা লুকিয়ে আছে তা উপলব্ধি করা বেশ শক্ত।

আগুন নেভাতে নানারকম চেষ্টা চলছে, এজন্য যা ব্যবহার করা হয়, এদের সাধারণভাবে বলা হয় ফ্লেম সাপ্রেজেন্ট। আর তা তৈরি করতে গিয়ে একটি জরুরি প্রশ্ন নিভল বলা যাবে। কোনও একটি শিখা নিভে যাওয়ার আগে কী কী ঘটনার মধ্যে দিয়ে যায়, তা কি জানা গেছে? না জানা যায়নি। ২০০৪ সাল থেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অগ্নি শিখাতে নিয়ন্ত্রণ করার পথ খোঁজা চলছে, বিশেষ করে সাঁজোয়া গাড়ির ভিতরে যা, সেব ক্ষেত্রে জল ব্যবহার বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। হোয়াইট সাইডস ও তার সহযোগী গবেষকরা নজর দেন সাপ্রেজেন্ট ছাড়া আর কী কৌশলে আগুন নেভানো যেতে পারে। আশার কথা, তারা এ বিষয়ে কিছু সাফল্য ও পেয়েছেন। হাইড্রোকার্বন পুড়ে আয়ন ও ইলেকট্রন তৈরি করে এবং তা শিখার অংশ হয়ে যায়। সেজন্য অগ্নি শিখার কার্যকারী অংশ, বস্তুতঃ লঘু প্লাজমা। আরেকজন গবেষক কাডেমার্টিন এবং খুবই গাঢ় ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাহায্যে অগ্নিশিখার পতবিচ্যুতি ঘটিয়ে আগুন নেভাতে সমর্থ হয়েছেন, যেখানে শিখার উচ্চতা এক মিটারের মধ্যে। এই ধারণাটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সম্প্রতি এক কমিক্স কাহিনিতে এক সুপার উত্তম্যান তার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে উলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে আগুন নেভায়। নানা কারণে বাস্তবে এখনও এই কৌশল প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে অগ্নিশিখার রিঅ্যাকশন জোন'কে শ্বাসরোধ করে আগুন নেভানোর কৌশলও চালু করার চেষ্টা চলছে। নীচু কম্পাঙ্কের ৫৫ এইচ ২ থেকে ৬০ এইচ ২ ডেসিবেলের শব্দতরঙ্গ আগুন নেভাতে কার্যকারী হবে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কার্ভেমার্ঠিনের অভিমত, শব্দতরঙ্গ দিয়ে আগুন নেভানোর কাজটি ইলেকট্রিক দিয়ে আগুন নেভানোর চেয়ে সুবিধাজনক হবে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া দাবানলকে বাগে আনতে শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই কৌশলের ব্যবহারযোগ্যতা এখনও যাচাই হয়নি।

দাবানলের আগুন নেভানো বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ২০১৯ সালে শুধু আমেরিকাতেই ৫০৪৭৭ দাবানলের ঘটনা ঘটেছে, যা নষ্ট করে দিয়েছে ১৮৬০০ বর্গকিমি ভূমি। ওই দেশে আগুন নেভাতে বছর খরচ হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। বিষয়টি নিয়ে অ্যাটমোস্ফিয়াণ কেমিস্টরাও গবেষণা করছেন। এজন্য তাঁরা বিমানে চেপে ধোঁয়া ও শিখার উফর থেকে ফিল্ড স্টাডি করছেন। নাসা ও আরও কিছু গবেষণা সংস্থার সাহায্যে গবেষকরা নিয়ে দাবানলের উফর চলে যাচ্ছেন। বিমানে বসেই এরা অ্যারোসোল নাইট্রোজেন অক্সাইড (এনওএক্স), হাইড্রো কার্বন পরিমাপ করছেন। মাপা হচ্ছে অক্সিডেনেটেড হাইড্রোকার্বনের মাধ্যমে, যা ধোঁয়া তৈরি করে। এগুলি মাপা বেশ শক্ত। দাবানলের ধোঁয়া এখনও রহস্য মোড়া যদিও, পূর্বকার ফাইভেক্স মিশন ধোয়ায় ফিউয়ান টাইপ যৌগ তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি শনাক্ত করতে পেরেছিল, তাহলেও এই বিক্রিয়ার অনেকটাই অজানা। এর ৩০ শতাংশ তবে শনাক্ত করা যায়নি এমন অনেক উদ্বাষী জৈব যৌগ আগুনে ছিল। দাবানল থেকে ওজোন ও নানা বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হায়। কি ধরনের যৌগ তৈরি হবে, তা নির্ভর করে আগুনের বৈশিষ্ট্যও আপেক্ষিক আদ্রতার উপর। চেষ্টা চলছে ধোঁয়ার সংযুক্তি ও রসায়ন ভালোভাবে জানতে পারার, যাতে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় আগুনে বাতাসে কী প্রতিক্রিয়া হবে এবং আগুন কীভাবে ছড়াতে পারে।

শহরে যে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাতে বাতসবাহিত নানা মিশ্রণ তৈরি হয়। গত ১৫ এপ্রিল ২০১৯ প্যারিসের নতোরদাম ক্যাথিড্রাল পুড়ে যাওয়া এক বিরাট ক্ষতি। অনেক শিল্পকর্ম ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস হয়েছে। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ড নাগরিকদের শরীরের সমস্যারও কারণ হয়েছে। এখান থেকে যে হালকা হলদে রঙের ধোঁয়া শহরে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে ছিল বিপজ্জনক স্তরের সীসা। এই অগ্নিকাণ্ডে শত শত টন সীসা গেল যায়, যা ধোঁয়া হয়ে নাগরিকদের ঘরে, মেঝে, আসবাবপত্রে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ বারবার নাগরিকদের সীসার বিষ নিয়ে সতর্ক করে। সেপ্টেম্বরেও ক্যাথিড্রালের চারপাশে যে পরিমাণ ধুলো ছিল, তা নিরাপদ স্তর থেকে ১৩০০ গুণ বেশি।

বিশ্বে প্রতিদিন, অল্প পরিমাণে হলেও বিষাক্ত বস্তুর ঝুঁকি বাড়ছে, যার একটি কারণ আগুন। অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এনভায়রনমেন্টাল রসায়নবিদ কের গবেষণা করছেন, যারা আগুন নেভান, তাঁদের নিয়ে। আগুনের লেলিহান শিখা যখন ভারী ধাতুদের গলিয়ে দেয়, তখন ফায়ার ফাইটারদের মূত্র, ঘাম, মুখনিঃসৃত বায়ু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাতে অ্যান্টিমনি সীসা ইত্যাদি বেশি মাত্রায় থাকে। অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী থেকেও বিপদ আসতে পারে। শিখাকে কমিয়ে আনার জন্য এক ধরনের ফোম ব্যবহার করা হয়। যাতে ব্যবহার করা হয় বস্তু। বস্তুটি মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক।

আগুন নেভাতে নানা দিক থেকে চিন্তা করা হচ্ছে। ফ্যারাডের গুণ হামফ্রে ডেভির সেফটি ল্যাম্প দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ আমরা স্মোক ডিডেক্টরের জন্য সৃষ্টি করেছি (যা একটি আইসোটোপ এবং প্রকৃতিতে পাওয়া যায়)। বাড়ি তৈরির মালমশলা, আসবাবপত্রের মালমশা (মেন সোফার) রসায়ন নিয়েও গবেষণা চলছে, যাতে আগুন দ্রুত না ছড়াতে পারে।

বৈদিক ঋষিদের অনেকে আগুন নিভাতে দিতেন না। আধুনিক মানুষও আগুনকে নিভতে দেবে না, কিন্তু আগুনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নিরন্ত্র চেষ্টা চালিয়ে যাবে, যে চেষ্টায় সাফল্য আসতে খুব দেরি নেই।

তেরঙার সামনে সব কিছুই ফিকে : আর কে সিনহা

প্রজাতন্ত্র দিবসে গোটা দেশের প্রতিটি কোণে কোণে যখন আবালবৃদ্ধবনিতা জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করছিলেন, তখন রাজধানীতে তথাকথিত আন্দোলনকারীরা লালকেল্লার ভিতরে ঢুকে গিয়ে ঠিক সেই স্থানে কৃষক সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন, যেখানে প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী তেরঙা উত্তোলন করেন।

লালকেল্লায় তেরঙা ছাড়া অন্য কোনও পতাকার কোনও স্থান থাকতেই পারে না। যাঁরা এমন দুঃসাহস দেখিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। তথাকথিত কৃষকরা তেরঙাকে অপমান করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ বিষয়ে কিন্তু, কেনোর কোনও স্থান নেই। ক্ষমা করবেন জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করার স্পর্ধা শুধুমাত্র ভারতেই সম্ভব।

আপনাদের হয়তো মনে আছে কয়েক বছর আগে কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকার রাজ্যের পৃথক পতাকার দাবি জানিয়েছিলেন। যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল। একটু ভাবুন দেশের একটি জাতীয় দলের সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে খেলা করার সাহস দেখাচ্ছে। সিদ্দারামাইয়া তখন বলেছিলেন, দেশের সংবিধানে কী এমন কোনও বিধি রয়েছে যা রাজ্যকে নিজস্ব পতাকা রাখতে বাধা দেয়?তেরঙা দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীকভারত একটি দেশ, কোনও দেশের দু''টি পতাকা থাকতে পারে না। যদিও ফ্ল্যাগ কোড কোনও রাজ্যকে পৃথক পতাকা রাখার অধিকার দেয় না। তেরঙা দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তেরঙা গোটা দেশকে আবেগের সঙ্গে আবদ্ধ করে। যারা তেরঙাকে অপমান করেন তারা মনে রাখবেন ভারত কখনই এই সব মেনে নেবে না। ভারতের ১৩৫ কোটি জনগণ দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার বিষয়ে সর্বদা একসঙ্গে।একটু পিছনের দিকে ফিরে দেখা যাক।

১৯৫৩ সালের ২৮ মে পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে এবং নিউজিল্যান্ডের স্যার এডমন্ড হিলারি বিশ্বের সর্বোচ্চ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন।

এভারেস্টে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তেনজিং নোরগে তেরঙা উত্তোলন করেছিলেন। সেই ছবি দেখে ভারতের বহু প্রজন্ম রোমাঞ্চিত হয়েছে। তেনজিং নোরগে নেপালে জন্মেছিলেন, তবে তিনি ছোট থেকেই দার্জিলিংয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। ভারত কী সেই সব ভুলতে পারে?

একসময় ভারতের দুর্দান্ত টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ বলেছিলেন, যখন তিনি খেলতে গিয়ে দর্শকদের হাতে তেরঙা দেখেন, তখন তাঁর জয় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদের বৈঠকে দেশের তেরঙা বর্তমান স্বরূপে গৃহীত হয়েছিল।দেশবাসীর আবেগ তেরঙার অবমাননায় গোটা দেশ ক্ষুব্ধ। এখন সকলেই দোষীদের কঠোর শাস্তি চাইছেন।বিষয়টি শুধুমাত্র তেরঙা অপমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জাতীয় সংগীত সম্পর্কেও আমাদের দেশে ভিন্নমত পোষণ করা হয়। কিছু অস্বচ্ছল মানুষ এর আগে সংশোধন করারও চেষ্টা করেছে। জাতীয় সংগীত কী সংশোধন করা সম্ভব? জাতীয় সংগীতে অধিনায়কের স্থানে কী মঙ্গল শব্দ হওয়া উচিত? সিন্ধু শব্দের স্থানে জাতীয় সংগীতে আর কোনও শব্দ যুক্ত করা যায়? সিন্ধু শব্দটি এই কারণে অপসারণের দাবি উঠেছিল যেহেতু সিন্ধু এখন ভারতের অংশ নয়।

২০০৫ সালে সঞ্জীব ভাটনগর নামে এক ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন, সিন্ধুকে ভারতীয় রাজ্য না হওয়ার কারণে জাতীয় সংগীত থেকে অপসারণের দাবি জানান। সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আর সি লাহোতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সেই আর্জি শুধুমাত্র প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং 'শিশুসুলভ মামলা' হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সঞ্জীব ভাটনগরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করেছিলেন।আরও একটি উদাহরণ হল, কয়েক বছর আগে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগ শহরের একটি স্কুলে জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ঘটনায় ওই স্কুলের ব্যবস্থাপক জিয়া-উল-হককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। হকের যুক্তি ছিল, স্কুলে জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ হওয়ার নেপথ্যে কারণ হল জাতীয় সংগীতে 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' শব্দটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। যাইহোক এই মুহূর্তে গোটা দেশ চাইছে তেরঙা অবমাননাকারীদের কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হোক।

শুক্রবার চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

অসমে ফের ক্ষমতায় আসছে বিজেপি, দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে বিজয়ী দলীয় প্রার্থী মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেনই, দৃঢ় প্রত্যয়ী রঞ্জিত দাস

বারইগ্রাম (অসম), ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে আবারও সরকার গঠন করবে বিজেপি, তা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। সেই সঙ্গে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসন থেকে বিজয়ী দলীয় প্রার্থীর মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়াটাও ততটুকুই নিশ্চিত। বারইগ্রামে পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে শুক্রবার এই দৃঢ় প্রত্যয় ও আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে রঞ্জিত দাস আরও বলেন, ২০১৬ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ অবধি অসমে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। ‘বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হবে।’ বিরোধীদের এ ধরনের অপপ্রচার নস্যাৎ করে অসমের জনতা বিজেপি দলের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরে রাজ্যের একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের গায়ে সামান্য আঁচড়ও পড়তে দেয়নি দায়িত্বশীল বিজেপি সরকার। বিজেপি সম্বন্ধে জনমনে ভীতি ঢুকিয়ে যারা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে দেশের মানুষকে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আসছিল, আজ তাঁরাই দেশ ও রাজ্য রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

আজ দক্ষিণ করিমগঞ্জের বারইগ্রামে অনুষ্ঠিত পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথাগুলি বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। দলের প্রবীণ কার্যকর্তা দিলীপ শর্মাচৌধুরীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সম্মেলনে রঞ্জিত দাস আরও বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার গত পাঁচ বছরে রাজ্যের ৯৬ লক্ষ জনগণকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি সাহায্য করেছে। সরকারি সুবিধা বণ্টনে বিজেপি সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় কিছুই দেখেনি। বিজেপি জাতপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। রাজ্যে বসবাসরত সকল জাতি-জনগোষ্ঠীর সমবিকাশই হলো বিজেপির মূলমন্ত্র। নির্বাচন এলেই ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক মুনাফা লাভের নেশায় মেতে ওঠে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ। কিন্তু বর্তমান সরকারের সমবিকাশের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনও ধীরে ধীরে বিজেপিকে আপন করে নিচ্ছেন। এর উদাহরণ তুলে ধরে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত দাস বলেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দেশের ১ নম্বর সংরক্ষিত করিমগঞ্জ আসনে বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহের পক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩৮ হাজার ভোটার বোট দিয়েছিলেন। এ থেকেই প্রমাণ হয়, বিজেপির প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভুল ধারণা ধীরে ধীরে ভঙ্গ হচ্ছে। আজকের পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের উপস্থিতিও দলের জন্য একটা ভালো লক্ষণ বলে উল্লেখ করেন রঞ্জিত দাস। তিনি স্থানীয় এআইইউডিএফ বিধায়ককে কটাক্ষ করে বলেন, নিজ কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিজেপি সরকারকে থালা এবং স্থানীয় বিধায়ককে বাটির সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ‘থালা এবং বাটি’ একসাথে থাকলেই তো ভোজনে আনন্দ আসে। দিশপুরে রয়ে গেলো ‘থালা’, আর দক্ষিণ করিমগঞ্জে ‘বাটি’ হাতে নিয়ে থাকলে ভোজন কীভাবে হবে? তাই এবারের নির্বাচনেও বিজেপি সরকার গঠন করে ‘থালা’ হাতে নিয়ে দিশপুরে থাকবে, আর আপনারা এখানে দলীয় প্রার্থীকে জয়ী করে দিশপুর পাঠান। তখন ‘থালা ও বাটি’ একসাথে থাকবে। এতে এখানের উন্নয়নও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে।

নবগঠিত রাইজর দল এবং অসম জাতীয় পরিষদ বিজেপির ‘বি’ টিম। কংগ্রেসের এ ধরনের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত বলেন, বিজেপি দলের কোনও ‘বি’ টিম নেই। বিজেপি একাই একশো। বিজেপির সঙ্গে মোকাবিলায় কংগ্রেসের একক কোনও ক্ষমতা নেই। তাই বিভিন্ন ‘বি’ টিমের সাহায্য নিতে হচ্ছে। যারা অন্যের সাহায্য নিয়ে চলে, তাঁদের মুখে এ ধরনের গল্প বড়ই বেমানান বলে কংগ্রেস সম্পর্কে রসিকতাও করেন রঞ্জিত দাস। তিনি বলেন, একমাত্র রাজনৈতিক মুনাফা লাভের জন্য গঠিত এই মহাজোট বাইশ থেকে তেইশটি আসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সম্মেলনে উপস্থিত দক্ষিণ করিমগঞ্জের দুই মণ্ডল থেকে আগত বিশাল সংখ্যক দলীয় কার্যকর্তা ও সমর্থকদের অক্সিজেনের যোগান দিয়ে রঞ্জিত দাস বলেন, ১০৩টি আসন নিয়ে দিশপুরে সরকার গঠন করা এবারও নিশ্চিত। আর এখান থেকে দলীয় প্রার্থী জয়ী হলে মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান পাওয়াটাও নিশ্চিত। তবে এ-সব কিছুই নির্ভর করবে পৃষ্ঠাপ্রমুখ, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ এবং বুথ কমিটির কর্মক্ষমতার উপর। নির্বাচনের আর বেশিদিন নেই। তাই মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে নিজ নিজ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পৃষ্ঠাপ্রমুখ, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ এবং বুথ কমিটির পদাধিকারীদের প্রতি আহ্বান জানান রঞ্জিত দাস।

এদিনের পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, বরাক বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যভূষণ দে, শিপ্রা গুণ, অমরেশ রায়, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথ, জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন প্রমুখ। বহুজনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, দুই সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নির্মল বণিক ও দিলীপ দাস, নীলোৎপল দাস, কৃষ্ণ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক প্রণবকুমার নাথ, দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রভারী অজয় চক্রবর্তী, সুদীপ চক্রবর্তী, হিমাংশু কুমার দে, রথিরঞ্জন দাস, নেজাম উদ্দিন, জেলা বিজেপি সম্পাদিকা শাহিদা বেগম, সুশান্ত দে প্রমুখ। পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আজকের গোটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শনবিল-বারইগ্রাম মণ্ডলের সভাপতি অমৃত পাল।

এছাড়া আজ প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা দক্ষিণ করিমগঞ্জের দুটি মণ্ডলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হন। দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন পর্যন্ত পৃষ্ঠাপ্রমুখ, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ এবং বুথ কমিটির কার্যকর্তাদের কঠোর পরিশ্রম করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

দলের ভিত মজবুত করতে তৃণমূল স্তরের কার্যকর্তা এবং সমর্থকদের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁদের কর্মতৎপরতার উপরই দলের জয় পরাজয় নির্ভর করে। তাই আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করতে ভোটার তালিকার একটি পাতায় সন্নিবিষ্ট ষাটজন ভোটারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরতে পৃষ্ঠাপ্রমুখদের প্রতি আহ্বান জানান প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা।

ট্যাংরায় শুট আউট, গুরুতর জখম মহিলা

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার সন্ধ্যায় ট্যাংরা এলাকায় শুট আউটের ঘটনায় ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক মহিলা।

জানা গেছে, ট্যাংরার গোবিন্দ খটিক রোড এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা শুক্রবার সন্ধে নাগাদ হঠাৎই গুলির শব্দ শুনতে পায়। তাঁদের দাবি, এলাকার কিছু চেনা ব্যক্তিই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এলাকায় অনেকে বেআইনিভাবে তামাক বিক্রির চেষ্টা করছিল। এতে এলাকার পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। এই ঘটনারই প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে যান মঞ্জু নামের এক মহিলা। সেই অঞ্চলেই থাকেন তিনি। অভিযোগ, এরপরই শুরু হয়ে যায় বাদানুবাদ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মেজাজ হারিয়ে গুলি চালায় অভিযুক্তরা। তখনই গুলির আঘাতে আহত হন মঞ্জু। স্থানীয়রাই তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযুক্তরা ততক্ষণে সেখান থেকে পলাতক। তবে তারা কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী-সদস্য কি না, তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা তামাক বিক্রির ওই আড্ডাখানায় ভাঙচুর চালান বলে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত ২৮৬, মৃত ৭ জন

কলকাতা, ২৯জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮৬জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩৪৯জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.২১শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.১৭শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫হাজার ৭১১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৯হাজার ৪৫৯জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৫৩হাজার ৫৯৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ১৫৫জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৬৬জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৪জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১২১৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা।

একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৯১জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১২৭জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৫হাজার ৬৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৯লাখ ৪৪হাজার ৭০১টি। এখন রাজ্যে ১০৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

রাজীব যা করছেন সেটাকে নাটক বলে, কটাক্ষ সৌগত রায়ের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি স): কিছুদিন আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিধায়ক পদ ত্যাগ করার পর তৃণমূলও ত্যাগ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই ”রাজীব যা করছেন সেটাকে নাটক বলে” কটাক্ষ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের।

শুক্রবার কালীঘাটে তৃণমূলের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে সৌগত রায় বলেন, ” রাজীব যা করছেন সেটাকে নাটক বলে। দল, বিধায়ক পদ সব ছেড়ে দেব, আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সঙ্গে রাখব, এসব মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা। আমাদের নেত্রী তো বলেই দিয়েছেন, যাঁরা যাবেন তাঁরা চলে যান। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। উঠলে নামা যাবে না, নামলে ওঠা যাবে না”।

অন্যদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সৌগত রায় বলেন, ”ভোটের মুখে দলের গৃহিত কর্মসূচি রূপায়ণের রূপরেখা তৈরি হয়েছে। দিল্লির কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে কেন্দ্রের অনমনীয় মনোভাবের নিন্দা করে তৃণমূল মনে করে বিজেপি চেষ্টা করছে লোক ঢুকিয়ে আন্দোলন নষ্ট করতে”।

পূর্বাগ ক্লাবে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার ধলেশ্বরস্থিত পূর্বাগ ক্লাবে গত ২৬ জানুয়ারি নির্মাণ কনস্ট্রাকসান সার্ভিসেসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ডাঃ সুব্রত লস্কর রক্তদানের উপকারিতা ও সুস্থ সবল সকল মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এদিন র্নিমান কনস্ট্রাকসান সার্ভিসেসের সাথে যুক্ত ২৩ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের এমসিএইচ ক্লিনিকে ২৭ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের টিকাকরণ করা হয়। শিবিরে ২ জন গর্ভবতী মা সহ মোট ৫২জন শিশুকে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আফগানিস্তানে বোমা বিস্ফোরণে দুই সঙ্গী সহ খতম পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের প্রধান

কাবুল, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আফগানিস্তানে বোমা বিস্ফোরণে খতম পাকিস্তানের কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-ইসলামের প্রধান মঙ্গল বাগ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে আফগানিস্তানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত নানগরহর প্রদেশের আচিন জেলার ভান্ডারি এলাকায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বোমা বিস্ফোরণে মঙ্গল বাগের পাশাপাশি তার আরও দুই সঙ্গীও খতম হয়েছে বলে খবর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার লস্কর-ই-ইসলাম জঙ্গি সংগঠনের প্রধান মঙ্গল বাগ ও তার দুই সঙ্গী একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিল। আচমকা নানগরহর প্রদেশের আচিন জেলার বান্দার ডারা এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা একটি বোমা ফেটে যায়। এর ফলে মঙ্গল বাগ-সহ তিন জঙ্গি খতম হয়েছে। তেহেরিক-ই-তালিবান জঙ্গিদের ঘনিষ্ঠ মঙ্গল বাগের মৃত্যু নিয়ে এর আগেও গুজব ছড়িয়েছে। তাই প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে চাননি আফগানিস্তানের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পরে বিষয়টি সত্যি বলে টুইট করে জানান নানগরহর প্রদেশের গর্ভনর জিয়াউলহাক আমারখিল।আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, ২০০৬ সালে লস্কর-ই-ইসলাম নামে ওই জঙ্গি সংগঠনটি তৈরি করেছিল মঙ্গল বাগ। তারপর থেকে পূর্ব আফগানিস্তানের নানগরহর প্রদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকায় দেওবান্দী কট্টর ইসলামিক চিন্তাধারার প্রচার শুরু করে সে। পরে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর জন্য মাদক পাচার, চোরাচালান, অপহরণ, ন্যাটোর কনভয়ে হামলা ও আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা আদায় করত। ওই এলাকায় মঙ্গল বাগের তাণ্ডব এতটাই বেড়ে উঠেছিল যে তার মাথার মূল্য ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার ধার্য করেছিল আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দফতর।

এবার ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন কঙ্গনা রানাউত

মুম্বাই, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : এবার ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনার পাশাপাশি বলিউডের আরও নামী তারকারা রয়েছেন ছবিতে।

ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুর প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা। সে ছবি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। এবার তাঁকে দেখা যাবে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায়। যদিও ছবির নাম এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। নতুন ছবি প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, “হ্যাঁ, আমরা নতুন চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া অভিযোগ তুলে নেওয়ার দাবি এডিটরস গিল্ডের

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে কৃষকদের ট্র্যাক্টর আন্দোলনের সময় দুপক্ষের সংঘাতের আবহে ভুল তথ্য প্রচার এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য কংগ্রেস সাংসদ ছ’জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে পুলিশ যে এফআইআর দায়ের করেছে তার তীব্র নিন্দা করল ”দ্য এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া” (ইজিআই)। তারা এই অভিযোগ তুলে নেওয়ার দাবি জানাল।

শুক্রবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ”দ্য এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া” কড়া সমালোচনার সুরে জানিয়েছে, সেদিন যেন বিশেষ করে সাংবাদিকদের ”টার্গেট” করা হয়েছিল, যা খুবই দুঃখের। ইজিআই এই বিষয়টাকে একেবারেই গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ হিসেবে দেখছে। গণতন্ত্রের মুক্তির প্রতি যা ভীতিপ্রদ এক আবহ তৈরি করছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ জানান, এ ঘটনা গণতন্ত্রের উপর খড়্গাঘাত! যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদমাধ্যমের অপরিসীম গুরুত্ব। অথচ বিভিন্ন সময়েই দেখা গিয়েছে, ঘটনাবিশেষে সেই গণমাধ্যমেরই কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। বারবার যার নিন্দা করা হয়েছে, অথচ, যা বিশ্ব জুড়ে অবিরত ঘটেই চলেছে। এদিনও যা ঘটল।

উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে কৃষকদের ট্র্যাক্টর আন্দোলনের সময় দুপক্ষের সংঘাতের আবহে ভুল তথ্য প্রচার এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর এবং ছ’জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ছাড়াও, ভারতীয় সংবিধানের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতা প্রচার করার ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যে ৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাঁরা হলেন, মৃণাল পাণ্ডে, রাজদীপ সরদেশাই, বিনোদ জোশ, জাফর আগা, পরেশ নাথ এবং অনন্ত নাথ।

ফেসবুকে হিজাব পরে পোস্ট, যুবতীকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ, করিমগঞ্জ সদর থানায় যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ফেসবুকে হিজাব পরে ছবি পোস্টের দায়ে যুবতীকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে করিমগঞ্জ সদর থানায় জনৈক যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জে।

পেশায় রূপবিশারদ (বিউটিশিয়ান) এক যুবতী হিজাব, ভেইল আর ঘোমটা পরে ফেসবুকে তিন ধরনের ছবি পোস্ট করেছিলেন। পোস্ট করা তিনটি ছবির মধ্যে হিজাব পরা ছবিটিতেই বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ফেসবুকে। প্রিয়াঙ্কা শর্মাচার্য নামের রূপবিশারদ যুবতীর পোস্টে হিজাব পরিহিত ছবিতে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে জনৈক দেবপ্রসাদ দাস নামের এক যুবক। এই অভিযোগ এনে করিমগঞ্জ সদর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন রূপবিশারদ প্রিয়াঙ্কার বাবা করিমগঞ্জ শহরের সুভাষনগরের বাসিন্দা বিভাস শর্মাচার্য।

এফআইআরে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর মেয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন মেকআপ আর্টিস্ট। ফিলপ্রিটি নামের একটি সংস্থার সিইও পদে কর্মরতও রয়েছেন। চলতি মাসের ২০ তারিখ তাঁর মেয়ের ফেসবুক পোস্টে আপত্তিকর মন্তব্য করে দেবপ্রসাদ নামের জনৈক এক যুবক। তাঁর মেয়ে মানবতাকে সবকিছুর ঊর্ধে ধরতেই হিজাব, ভেইল ও ঘোমটা পরে তিন ধরনের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন। এই ছবিগুলোতে আপত্তিজনক কোনও বিষয়বস্তু না থাকা সত্ত্বেও দেবপ্রসাদ যে-সব মন্তব্য করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অশোভনীয়। করিমগঞ্জ সদর পুলিশ মামলাটি আইটি ধারায় নথিভুক্ত করে তদন্তে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে।

গঠিত বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের যুব শাখা

শিলচর (অসম), ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার গঠিত হয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর যুব শাখা। যুব শাখা গঠন করে সাংগঠনিক অবস্থা মজবুত করে দলের কার্যসূচি বিস্তারে অগ্রসর হচ্ছে বিডিএফ। শিলচরে ফ্রন্টের অস্থায়ী কার্যালয়ে শুক্রবার আহূত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয়েছে বিডিএফ-এর যুব শাখা বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ ফ্রন্ট।

বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য ও হৃষীকেশ দে এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। তাঁরা জানান, কল্লার্নব গুপ্তকে মুখ্য আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে আজকের সভায়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা যথাক্রমে দেবরাজ দাশগুপ্ত, জিয়া তাঁতি, মহিউদ্দিন এবং সঞ্জয় দেব।

যুব শাখার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এদিন বিডিএফ সদস্যরা বলেন, দিশপুরের চক্রান্তে বরাক উপত্যকার ছাত্র তথা যুবপ্রজন্ম অনেকদিন ধরে বঞ্চনা এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। প্রান্তিক এক ভুখণ্ডের বাসিন্দা হিসেবে অনেক সুযোগ সুবিধা তাঁদের কাছে অধরা। যুব প্রজন্মের বেকাররা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সব মিলিয়ে হতাশার পরিবেশ বিরাজ করছে বরাক উপত্যকায়। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই ছাত্র যুবাদের এ-সব সমস্যার সমাধান করতে পারে।

নবগঠিত ইয়ুথ ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্লার্নব গুপ্ত বলেন, বরাক উপত্যকায় ন্যায্য দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে যা বর্তমান অসুস্থ রাজনীতির চালে অনেকদিন ধরেই অচল হয়ে পড়েছে। নবগঠিত বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সেই পুরনো ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বরাকের সমস্ত ছাত্র যুবাদের তিনি এ ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে শনিবার থেকে আমরণ অনশন শুরু করতে চলছেন আন্না হাজারে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে শনিবার থেকে আমরণ অনশন শুরু করতে চলছেন সমাজকর্মী আন্না হাজারে। তিনি জানিয়েছেন, কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ও কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরে, অর্থাৎ নিজের শহরেই তিনি এই অনশন শুরু করবেন।

আন্না হাজারে তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে অনুরোধ করে৮৪ বছরের সমাজকর্মী ও নেতা আন্না হাজারে বলেন, ‘গত চার বছর ধরে আমি কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরব। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, সরকার আদৌ খতিয়ে দেখছে না কৃষকদের সমস্যাগুলি। কৃষকদের প্রতি সরকার একটুও সংবেদনশীল নয়।’

উল্লেখ্য, দিন পনেরো আগেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে আন্না জানিয়েছেন, নতুন কৃষি আইন কোনও গণতান্ত্রিক নিয়ম মেনে হয়নি। দেশে কোনও নতুন আইন তৈরিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ জরুরি বলেই মত প্রকাশ করেছেন আন্না। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরকেও চিঠি দিয়েছেন তিনি। দুই চিঠিতেই আন্না হাজারে জানিয়ে দিয়েছেন, দেশের কৃষিজীবী এই মানুষদের দাবি যদি মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে আমরণ চলবে তাঁর অনশন।

শহরবাসীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): শহরবাসীর সুরক্ষা, সুবিধার্থে এবং প্রশাসনিক সহায়তার জন্য চারটি নতুন প্রকল্প চালু করল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা একথা জানান। চারটি প্রকল্পের মধ্যে নিখোঁজ, সাইবার ক্রাইম হেল্পডেস্ক, কলকাতা পুলিশের প্রতিটি বিভাগে ফাইবার লেন্স এবং ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি থেকে বাঁচার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে রক্ষা কবচ।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতার নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান প্রকল্পের আওতায় অনুসন্ধান করা হবে। এজন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও সহায়তাও চাওয়া হবে। এই বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে কলকাতায় এখনও অবধি যে সমস্ত ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন কিন্তু এখনো সন্ধান করা হয়নি তাদের সন্ধান করা হবে।

অন্যদিকে, মহিলাদের জন্য চালু করা সাইবার হেল্প ডেস্কের আওতায় শীঘ্রই বিভিন্ন সাইবার ক্রাইমের শিকার এমন মহিলাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটি কলকাতা পুলিশের সাইবার থানার তরফে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, কলকাতার সব থানায় সাইবার পরীক্ষাগার শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তির হাত ধরে যেভাবে সমাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে তার সঙ্গে অপরাধও হচ্ছে অনেক উন্নতমানের। ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং নির্ভরতার মধ্যে সাইবার ক্রাইমও দ্রুত বেড়েছে। তাই এগুলি খতিয়ে দেখার জন্য কলকাতা পুলিশ সব বিভাগেই সাইবার ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, রক্ষা কবচ নামে চতুর্থ প্রকল্পটি মূলত অনলাইন ব্যাংক জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের ব্যাংক জালিয়াতির সম্বন্ধে সচেতন করা হবে এবং জালিয়াতি থেকে বাঁচার পদ্ধতিতে সম্পর্কে পুলিশের তরফে সচেতনতা প্রচার করা হবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে এটিএম পিন, সিভিভি নম্বর কায়দা করে জেনে নেওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক ব্যাংক জালিয়াতি হয়েছে। বলাই বহুল্য কলকাতা পুলিশের এই উদ্যোগ এই জাতীয় অপরাধ রোধে সহায়তা করবে।

ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন মন্তব্য করা যাবে না, কোর কমিটির বৈঠকে নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): এমন কোনও মন্তব্য করা যাবে না যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। শুক্রবার নিজের কালীঘাটের বাসভবন থেকে কোর কমিটির বৈঠকের পর এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ ঘটাতে যেন কোন খামতি না থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।প্রতি শুক্রবারে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে কোর কমিটির বৈঠক বসে। এদিনও তাই বসেছিল। তবে নির্বাচনের আগে এই বৈঠক গুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই বৈঠকে একাধিক গুরুত্ব পূর্ণ নির্দেশ দিয়ে থাকেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অন্যদিকে গত সপ্তাহে মন্ত্রীত্ব ত্যাগের পর আজ এক সপ্তাহের মাথায় বিধায়ক পদ ও তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নির্বাচনের আগে শাসক দলের অস্বস্তিকে আরও খানিকটা বাড়িয়েছে বলা যায় ।সূত্রের খবর,এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু কড়া নির্দেশ দিয়ে দলনেত্রী বলেছেন, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কোনও মন্তব্য করা যাবে না কোনও ভাবেই। যতদিন পর্যন্ত না নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়, আপাতত ততদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে প্রচার করতে হবে। এছাড়াও ফেব্রুয়ারির এক তারিখ থেকেই নির্বাচনী প্রচারের সব রকম কাজে উঠে পড়ে লাগতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কারিনা—সাইফদের রাজপ্রাসাদের যা যা আছে

'তাণ্ডব' মুক্তির পরই তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে অনলাইন আর অফলাইনের দুনিয়ায়। মুক্তির আগেই পাঁচ কোটির বেশিবার দেখা হয়েছে এই সিরিজের ট্রেলার। এই ওয়েব সিরিজের মুখ্য চরিত্রে দেখা দিয়েছেন সাইফ আলী খান।

'স্যাকরেড গেমস'—এর ধারাবাহিকতায় এবারও তুমুল আলোচনায় সাইফ। ধর্ম অবমাননা, রাজনীতিবিদদের নেতিবাচকভাবে দেখানো নিয়ে বিতর্কসব ছাপিয়ে গেছে পতৌদি হাউসের ভেতরে শুটিংয়ের আলাপ। এই সিরিজে কয়েক ঝলক দেখা গেছে বাড়িটির অন্দর মহল। সাইফদের পৈতৃক এই বাড়ি ভারতের সবচেয়ে দামি ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলোর একটি। কিছু সময়ের জন্য আলোচনায় সাইফকে পেছনে ফেলেছে পতৌদি প্যালেস। জেনে নেওয়া যাক, কী আছে এই বাড়ির ভেতর।

পতৌদি প্যালেসের দাম কত?

২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পতৌদি প্যালেস ছিল আবাসিক হোটেল। সাইফ আলী খানের বাবা নবাব মনসুর আলী খান পতৌদি বাড়িটি লিজ দিয়েছিলেন ফ্রান্সিস ওয়াচিয়ার্ড আর আমান নাথকে। তাঁরা দুজন 'নন-হোটেল হোটেল' থিমের হোটেল চেইন 'নিমরানা হোটেল'—এর উদ্যোক্তা ও মালিক। দীর্ঘদিন তাঁরা এই রাজবাড়িকে হোটেল বানিয়ে রেখেছিলেন। অনেক কষ্টে সাইফ তাঁর পৈতৃক বাড়িটি ফিরে পেয়েছেন। সেই সংগ্রামের কথা সাইফ পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেনও। সাইফ বলেন, 'আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আমান আর ফ্রান্সিসই আমাদের বাড়িটা হোটেল বানিয়ে চালাত। আর আমরা মাসে একটা বড় অঙ্কের ভাড়া পেতাম। তবে আমি সব সময়ই বাড়িটা সংরক্ষণ করতে চেয়েছি। ফ্রান্সিস এখন আর নেই। ও মারা যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিল, আমি যদি বাড়িটা ফেরত পেতে চাই, তাহলে যেন তাকে জানাই। আমি জানিয়েছিলাম। এ নিয়ে একটা বড় সম্মেলন হয়। সেখানে ঠিক হয়, আমার নিজের বাড়ি ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সেই টাকার অঙ্ক প্রায় এক হাজার কোটি। আমি কিন্তু বাড়িটি কিনিনি। বাড়ি তো আমাদেরই। কেবল তাদের দীর্ঘদিনের ব্যবসার ক্ষতিপূরণ দিয়ে নতুন করে চুক্তিনামা করেছি।' তাই পতৌদি প্যালেসের দাম যে ঠিক কত, তা বলা যাচ্ছে না।

১০ একর জমির ওপর অবস্থিত এই রাজপ্রাসাদে রয়েছে ১৫০টি ঘর। বেডরুম ছাড়াও রয়েছে সাতটি সাজঘর, সাতটি বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, সুবিশাল মাঠ, ব্যায়ামাগার, বাগানসহ নানা কিছু। বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত কর্মী রয়েছেন অর্ধশত। বাগানের মালিই রয়েছেন এক ডজন। সাইফ আলী খান, কারিনা কাপুর আর তৈমুর এই বাড়িতে বেড়াতে গেলে কর্মচারীর সংখ্যাও বাড়ে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পঞ্চম বিয়েটা চুপিচুপিই সারলেন মডেল ও অভিনেত্রী পামেলা অ্যান্ডারসন

এবার তিনি বিয়ে করেছেন নিজের দেহরক্ষী ড্যান হেইহার্সকে। 'বেওয়াচ', 'হোম ইম্প্রুভমেন্ট', 'ভিআইপি'র মতো টিভি সিরিজের এই অভিনয়শিল্পীর বয়স ৫৩ বছর। এ বিয়ের খবর নিশ্চিত করেছে ডেইলি মেইল। এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত বছরের শেষ দিকে গোপনে বিয়ে সেরেছেন তাঁরা।

পামেলা জানান, লকডাউনে ড্যানের সঙ্গে বেশ কেটেছে তাঁর। ব্যাপারটিকে স্থায়ী রূপ দিতেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যেখানে থাকতে চাই, ঠিক সেখানেই আছি। আমার প্রেমিকের সঙ্গে, জীবনসঙ্গীর বাহুডোরে। যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, গভীরভাবে আগলে রাখে। তাঁর বাহুডোর আমার সবচেয়ে সুখের জায়গা।'

দাদা-দাদির কাছ থেকে ২৫ বছর আগে একটি খামারবাড়ি কিনেছিলেন পামেলা। সেখানেই তাঁর মা—বাবার বিয়ে হয়। আর সেখানেই পঞ্চমবারের মতো বিয়ে করেছেন পামেলা। রিককে অবশ্য এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন তিনি, সেদিক থেকে এটি পামেলার ষষ্ঠ বিয়ে। প্লেবয় ম্যাগাজিনের সাবেক প্রচ্ছদকন্যা পামেলা আরও বলেন, 'ওখানে বিয়ে করে আমার মা---বাবা এখনো একসঙ্গে আছেন। এ রকম জায়গায় বিয়েটা করে আমার মনে হচ্ছে, নতুন করে জীবন শুরু হচ্ছে। এভাবেই জীবনবৃত্ত পূর্ণ করে সম্পূর্ণ হয়।' হানিমুন নিয়ে পরিকল্পনা জানতে চাইলে পামেলা সাফ বলে দিয়েছেন, 'প্রতিটি দিনই হানিমুন।'

২৫ বছর ধরে একের পর এক বিয়ে আর বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনায় আছেন পামেলা অ্যান্ডারসন। বিয়ে নিয়ে খেয়ালিপনা তাঁর স্বভাব। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রথম বিয়ে করেন মার্কিন সংগীত তারকা টমি লিকে। তিন বছর পর ১৯৯৮ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০০৬ সালে তিনি বিয়ে করেন আরেক সংগীতশিল্পী কিড রককে। সেই বিয়ে টিকেছিল মাত্র ১ বছর। ২০০৭ সালে আলাদা হয়েছেন তাঁরা।

পোকার প্লেয়ার রিক সালোমনকে পামেলা বিয়ে করেছেন দুই দফায়। ২০০৮ সালে আর ২০১৪ সালে। দুবারই সংসার টিকেছে এক বছর করে।

এরপর বিয়ে করেছেন মার্কিন প্রযোজক ও হেয়ার স্টাইলিস্ট জন পিটার্সকে। সেই বিয়ে টিকেছিল মাত্র ১২ দিন। অবশ্য বিচ্ছেদের পর পামেলা বলেছিলেন, তিনি নাকি আইন মেনে বিয়েটা করেননি। এর মধ্যে দীর্ঘদিন পামেলা আলোচনায় ছিলেন উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে প্রেম, সাক্ষাৎ নিয়ে। অ্যাসাঞ্জকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে চিঠিও লেখেন পামেলা।

ব্যস্ততাই সুখ অদিতির কাছে

বলিউড, টলিউড (তেলেগু), কলিউড (তামিল), মলিউড (মালয়ালম) আর ওটিটিসব জায়গাতেই কাজ করছেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দারি। তুমুল ব্যস্ততায় কাটবে তাঁর এ বছর। করোনাকালে লকডাউনের সব জড়তা কাটিয়ে মুম্বাইয়ে শুটিং সেটে ফিরে দারুণ খুশি তিনি। কারণ ৩৪ বছর বয়সী এই 'পদ্মাবত' ছবি খ্যাত তারকা মনে করেন, ব্যস্ততাই সব সুখের মূল।গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অদিতি জানান, ২০২০ সালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নিজেকে ইতিবাচক রাখা। এই অভিনেত্রী বলেন, 'আমরা মানসিকভাবে পরস্পরের পাশে থেকে করোনাকালটি কাটালাম। আমরা ঘুমিয়েছি, ঘরে থেকে সংগ্রাম করেছি, কৃতজ্ঞ আর ইতিবাচক থেকেছি। এর ভেতরও আমার বেশ কয়েকটি ছবি মুক্তি পেয়েছে ওটিটিতে। আর সেগুলো দর্শকের ভালোবাসা কুড়িয়েছে। এটিও দুর্দিনে আমাকে ভালো রেখেছে, জীবন নামের গাছটাকে প্রেরণার অভাবে নুইয়ে পড়তে দেয়নি, গোড়ায় পানি ঢেলেছে।'২০২০ সালে অদিতিকে দেখা গেছে তামিল 'সাইকো', মালয়ালম 'সুফিয়াম সুজাতায়াম' আর তেলুগু 'ভি' ছবিতে।

২০২১ সালের ছবিগুলো নিয়ে বললেন, 'চুপি চুপি বলে রাখি, আমি ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে কাজ শুরু করেছি। আর ২০২১ সাল আরও ব্যস্ততায় যাবে। ব্যস্ত থাকলে, শুটিং সেটে থাকলে, কাজে থাকলে, আমার মনে হয় বেঁচে আছি। আমার মনে হয়, ব্যস্ততাই সব সুখের উৎস। তখন এক ঘণ্টার ছুটি পেলে সেটাকে মনে হয় হীরার চেয়ে দামি।'আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে অদিতি আর পরিণীতি চোপড়া অভিনীত 'দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন'। চলছে তামিল ছবি 'হেই সিনামিকা' ছবির শুটিং। একই সঙ্গে চলছে তেলেগু 'মহাসমুদ্রম' ছবির শুটিং।

আরও একটি হিন্দি ও তামিল ছবির শুটিং চলছে। এরই মধ্যে বাঙালি অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ওয়েব সিরিজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। সিরিজটি পরিচালনা করবেন 'স্যাক্রেড গেমস'খ্যাত পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে।

শুক্রবার আগরতলায় গোপানাথ জুয়েলারির শোরুম উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিরা। ছবি- নিজস্ব।

যতদিন না সব ব্রাহ্মণ আর পুরোহিত ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে ততদিন রাস্তায় থাকব : রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি স): বহুদিনের জল্পনা সত্যি করে কিছুদিন আগে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েই ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে "যতদিন না সব ব্রাহ্মণ আর পুরোহিত ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে ততদিন রাস্তায় থাকব" এমনটাই মন্তব্য করেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মন ট্রাস্টের সেই অনুষ্ঠান থেকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে আছি। যতদিন না সব ব্রাহ্মণ আর পুরোহিত ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে ততদিন রাস্তায় থাকব। কেউ আমাদের সরাতে পারবে না। আপনাদের জন্য কিছু করতে পারিনি, এর জন্য দুঃখিত"।

প্রসঙ্গত,গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা চলছিল তৃণমূল ত্যাগ করবেন রাজিব। সেই জল্পনা সত্যি করে সম্প্রতি তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিনেতা কৌশিক রায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি স): দোরগোড়ায় একুশের নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। নির্বাচনের আগেই বিজেপিতে যোগদান অব্যাহত। শুক্রবার বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিনেতা কৌশিক রায়।

নির্বাচনের আগেই শুভেন্দ্র অধিকারীর পর তৃণমূল ছাড়লেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তৃণমূল থেকেও ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মাঝে জল্পনা ছড়িয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে কিছুদিন আগে তৃণমূলে যোগদান সৌরভ, কৌশানি। আর এরপরই শুক্রবার বিজেপিতে যোগ দিলেন কৌশিক রায়। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি অভিনেতা কৌশিক।

হলদিয়ার বিধায়কের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার বোমা

হলদিয়া, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : হলদিয়ার বিধায়কের বাড়ি সামনে থেকে তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বোমাবাজির পর শুক্রবার সকালে উদ্ধার হয়েছে দুটি তাজা বোমা।অভিযোগ সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগদানের পরই রাজনৈতিক হিংসার শিকার হলদিয়ার বিধায়ক। অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা দেবপ্রসাদ মণ্ডল।

শুভেন্দু অধিকারীকে 'অভিভাবক' বলে চিহ্নিত করে তাঁর সঙ্গে বাম শিবির ছেড়ে পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েছেন হলদিয়ার সিপিএম বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। সিপিএমে থেকে তিনি কাজ করতে পারছিলেন না বলে অভিযোগও শোনা গিয়েছিল তাপসীদেবীর গলায়। তাঁর স্বামীও যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এর ঠিক একমাসের মধ্যে আক্রান্ত হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। এদিন সকালে সেখান থেকে উদ্ধার হয় দুটি তাজা বোমা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এবার তৃণমূল ত্যাগ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): আর মাত্র কয়েকদিন পরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই তৃণমূলে ধরল ভাঙন। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করার পরেই আজ শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন রাজীব। গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা চলছিল তৃণমূল ত্যাগ করবেন রাজীব। সেই জল্পনা সত্যি করে সম্প্রতি তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন বলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।" দলে থাকাকালিন আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। মানুষের সেবা করতে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ" দল ছাড়ার ইস্তফাপত্রে এমনটাই লিখেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে এমনটাই উল্লেখ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন," ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি। কিছু প্রশ্ন ছিল করেছেন স্পিকার। উত্তর দিয়েছি। আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সাহায্য করেছেন। আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। বিধানসভার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। বাংলার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। দলনেত্রীর কাছে চির ঋণী।মায়ের মতো উনি। যারা আমাকে বিধায়ক করেছেন সেই ডোমজুড়ের মানুষদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কথা দিচ্ছি তাঁদের পাশে থাকছি। রাজনীতি করি মানুষের স্বার্থে। নির্দল হয়ে কাজ করা যায় না। কোনও দলের ছয়ছাত্রায় থেকেই কাজ করতে হবে"।

মে মাসে ক্ষমতায় এসে পুর নির্বাচন করবো, দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): ক্ষমতায় এসে মে মাসেই পুর নির্বাচন করবো। শুক্রবার সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভা থেকে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

কলকাতা পুরসভা সহ বেশ কিছু পুরসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও করোনা পরিস্থিতি তে ভোট করানো সম্ভব হয়নি।এই অবস্থায় ওই পুরসভা গুলিতে প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার পুর নির্বাচন করাতে প্রস্তুত আছে বললেও সেই পরিস্থিতি কেটে গেলেও পুরসভাগুলিতে নির্বাচনের বিষয়ে এখনও কোনও হেলদোল দেখায়নি রাজ্য সরকার। এই অবস্থাতে ক্ষমতায় এলেই পুর নির্বাচন করানো হবে বলে জানালেন দিলীপ ঘোষ।

এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মে মাসে আমরা ক্ষমতায় এসে সব পুরনির্বাচন করবো। দিদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। পরিবর্তন হবেই। যে সরকার নির্বাচন করতে ভয় পায়, তাঁদের রাজনীতিতে আসা উচিত নয়। আর কয়েকদিন পর আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাবে। তারপর দল ভেঙে সবাই আসবে বিজেপিতে। দিদি এরপর লোক পাবে না নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য। বিধানসভায় দর্শক আসনে বসতে হবে।

সৌমিত্র খাঁ এর হয়ে ক্ষমা চাইলেন শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): সায়নী ঘোষকে যৌনকর্মী বলে মন্তব্য করায় সৌমিত্র খাঁ এর হয়ে ক্ষমা চাইলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি বিজেপি যে এই ধরনের মন্তব্যকে সমর্থন করে না সেই বিষয়েও স্পষ্ট জানালেন তিনি। যদিও অন্য দিকে সৌমিত্রবাবুর মন্তব্যে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, আমাদের নেতাদের বলা হবে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে না জড়ায়।

গতকাল খন্ডকোষের সভা থেকে সায়নী ঘোষ ও দেবলীনা দত্তকে আক্রমণ করে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'আমি সায়নী ঘোষকে বলতে চাই, তোমরা এধরনের কথা বলছ, ধর্মতলায় বসে নাটক করছ। আমরা তো বলছি না, তোমরা যেদিন মসজিদে আজান পড়বে আমরা কিছু খারাপ কাজ করব। কিন্তু তৃণমূলের চাকরের মত কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বলছে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন গরুর মাংস খাওয়াবে। আমরা বলতে পারি, দেখুন যে যাঁর ধর্মে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের শিবলিঙ্গকে যাঁরা অপমান করেছে, আমাদের মা মনসাকে যাঁরা অপমান করে তারাই অরিজিনাল যৌনকর্মী বলে আমি মনে করি।"" তাঁর এই মন্তব্যের পরেই নিন্দার ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহলে।

এরপরেই এদিন শমীক ভট্টাচার্য সৌমিত্র খাঁ এর মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। বলেন, 'সৌমিত্রর মন্তব্যকে দল সমর্থন করে না। এটা তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য বলেও দল বিষয়টা এড়িয়ে যেতে পারে না। এই ভাষা বিজেপির ভাষা নয়। যাঁরা এ সব বলছেন, দল তাঁদের বিষয়ে ভাবছে। আমি দলের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি।""

অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যে ধরনের লোক তাদের সাথে সেই ধরনের কথা বলা হয়। সব তরফ থেকে সাবধান থাকা উচিত যাতে নিচে না নামে আমাদের কথাবার্তা আমাদের সংস্কৃতি। তবে আমাদের দলের তরফ থেকে আমাদের নেতাদের বলা হবে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে না জড়ায়'।

ঘোষণার পরও পুরোহিতরা ভাতা পাননি : শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : ধর্মতলায় সনাতন ব্রাহ্মণ সভা থেকে পুরোহিত ভাতার বিষয় নিয়ে সুর চড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার ধর্মতলায় সনাতন ব্রাহ্মণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে পুরোহিত ভাতার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের আট হাজার পুরোহিতকে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা বলেন তিনি। বিজেপি নেতা শুভেন্দুর দাবি, পুরোহিতদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। ঘোষণার পরও পুরোহিতরা ভাতা পাননি বলেও অভিযোগ তাঁর। এছাড়াও পুরোহিত ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রাজ্যে সনাতন ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে।" এদিন পরিবর্তনের ডাকে গলা মেলানো ও সামিল হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

তৃণমূলে কেউ সম্মান নিয়ে, আদর্শ নিয়ে কাজ করতে পারছেন না, রাজীবের ইস্তফা প্রসঙ্গে মন্তব্য জয়প্রকাশ মজুমদারের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই তৃণমূলে ধরেছে ভাঙন। শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার তৃণমূল ত্যাগ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করার পর শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই "তৃণমূলে কেউ সম্মান নিয়ে, আদর্শ নিয়ে কাজ করতে পারছেন না" রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা প্রসঙ্গে এমনটাই জানান বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-র বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, " যতক্ষণ না পুরো ঘটনা ঘটছে ততক্ষণ আমি বলব এটা তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ ঘটনা। তবে তৃণমূলের যে শোচনীয় অবস্থা, আইসিইউতে যাওয়ার অবস্থা, তাই প্রতিফলিত হচ্ছে এই ঘটনার মাধ্যমে। আইসিইউতে তৃণমূল। তৃণমূলে কেউ সম্মান নিয়ে, আদর্শ নিয়ে কাজ করতে পারছেন না"।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা চলছিল তৃণমূল ত্যাগ করবেন রাজিব। সেই জল্পনা সত্যি করে সম্প্রতি তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচনের আগেই পুলিশি তৎপরতা বীরভূমে, ভালো কাজের নির্ধারণ মাপ

রামপুরহাট, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : জেলা পুলিশ স্বীকার না করলেও, নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন মেনে, বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন।

নির্বাচনের ঢাকে এখনও কাঠি পরেনি। তবে জানা গেছে, মূলত: পাঁচটি পয়েন্টের উপর জোর দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঘোষণার আগেই মোট পাঁচটি বিষয়কে বরাবরের মতই গুরুত্ব দিতে চলেছে। জানা গেছে, প্রতিদিনের কাজের নিরিখে ১০ নম্বর ঠিক করা হয়েছে। মোট ৫ টি বিষয়ের উপর ২ নম্বর করে মোট ১০ নম্বর। সেগুলো কি?

যেমন থানা ভিত্তিক কত ওয়ারেন্ট বাকি আছে। ভোট সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে কোন এলাকা কতটা সংবেদনশীল। ৬ মাস সময় ধরে এলাকায় পলাতক অভিযুক্তদের সম্পত্তি বায়েজাপ্ত করার জন্য কোর্টে আবেদন করতে হবে। এই রকম বিষয় ভিত্তিক সর্বোচ্চ ২ নম্বর করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে কে কতটা পাবে, সেটা দেখা হবে। এব্যাপারে শ্যাম সিংকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অস্বীকার করেন।

মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরীর দাবীতে, দুর্গাপুর পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : পুরসভার মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরীর দাবীতে সরব পরিবারের লোকজন। শুক্রবার দুর্গাপুর নগরনিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসল মৃতের পরিবারের লোকজন। জানা গেছে,

এদের কারও স্বামী আবার, কারও বাবা স্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতো দুর্গাপুর নগর নিগমে। অভিযোগ, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল ওইসব পরিবারের সদস্যদের। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভাস্কর দাস, দীপঙ্কর বাগদী প্রমুখ বলেন, 'কেউ ৮ বছর কেউ ১৩ বছর ধরে বঞ্চনার শিকার। বহুবার আবেদন জানিয়েছি। শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কাজ মিলবে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখা হয়নি। বাধ্য হয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের কর্মরত নগর নিগমের মূল গেটের সামনে ধর্নায় বসেছি।' আন্দোলনকারীরা জানান,' সম্প্রতি দুর্গাপুর নগর নিগম বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৩৫ টির পদের জন্য লোক নিচ্ছে। যদি নতুনভাবে কর্মী নিয়োগ করা হয় তাহলে, কেন আমাদের নাহ্য দাবীকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।' এদিন প্রায় ৬০টি পরিবার আন্দোলনে সামিল হয়।

এবিষয়ে দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র দীলিপ অগস্তি জানান,' সেরকমভাবে সরকার থেকে কোন মঞ্জুর করেনি। সরকার যদি অনুমোদন করে। সেদিন পাবে।'

দিল্লিতে ইস্রায়েলি দূতাবাসের কাছে বোমা বিস্ফোরণ, হতাহতে খবর নেই

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির লুটিয়েন্স জোনে ইস্রায়েলি দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। তদন্তের জন্য দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল পৌঁছেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই বিস্ফোরণে ৪-৫ টি গাড়িরি কাঁচ ভেঙে যায়। এই মুহূর্তে কম-তীব্রতার এই বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশ পুরো অঞ্চলটিকে ঘিরে রেখেছে। সিআরপিএফ কর্মীদেরও ডেকে আনা হয়েছে। আশেপাশে অন্য কোনও বিস্ফোরক রয়েছে কিনা তা জানার জন্য কুকুর স্কোয়াডের সাথে চেষ্টাও করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এনআইএ দলও ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়েছে।প্রাথমিকভাবে আইইডি বিস্ফোরণের সম্ভাবনা বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১২ সালে ইস্রায়েলি দূতাবাসের একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালান হয়েছিল।

ইস্তফা দিলেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবীর, দায়িত্বে গৌরব শর্মা

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : পদত্যাগ করলেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবীর। তাঁর পরিবর্তে দায়িত্ব নিচ্ছেন গৌরব শর্মা। শনিবার সকাল ১০টার মধ্যেই দায়িত্ব বুঝে নেবেন গৌরব শর্মা। রিলিজ দেওয়া হবে হুমায়ুন কবীরকে।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দেওয়া ইস্তফা পত্রে হুমায়ুন কবীর ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করেছেন। তবে সূত্রের খবর, রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেন তিনি। মাস কয়েক আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা দাস কবীর। হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে আগে থেকেই তৃণমূলের হয়ে কাজ করার অভিযোগে সরব ছিল বিরোধীরা। এমনকী নির্বাচনের আগে কমিশন তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। আইপিএস হুমায়ুন কবীর দুস্কৃতী দমনের পাশাপাশি করতেন সাহিত্যচর্চাও। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উপন্যাস লেখেন এই আইপিএস অফিসার। ২০১৮ নাগাদ একটি সিনেমাও পরিচালনা করেছিলেন তিনি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে হাতকাটা দিলীপকে গ্রেফতার করে লাইমলাইটে এসেছিলেন হুমায়ুন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত ছিলেন হুমায়ুন। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার থাকার সময়ে একটি ধর্ষণের মামলা নিয়ে বিতর্কে জড়ান হুমায়ুন। এমনকি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে এই পুলিশকর্তাকে বদলি করা হয় ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি (সদর) পদে। সেখানে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে কলকাতা পুলিশ যুগ্ম কমিশনার (প্রশাসন) পদে যোগ দেন তিনি। এরপর চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার হিসাবে যোগ দেন হুমায়ুন কবীর।

নিশ্চয় কোথাও খুঁটি বাঁধা আছে, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফায় মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা,২৯ জানুয়ারি (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ত্যাগ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিত্ব ও বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর তৃণমূলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা প্রসঙ্গে এক হাত নিলেন পুরো নগরায়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। "নিশ্চয় কোথাও খুঁটি বাঁধা আছে" রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ ফিরহাদ হাকিমের।

গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা চলছিল তৃণমূল ত্যাগ করবেন রাজীব। সেই জল্পনা সত্যি করে সম্প্রতি তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন বলে জানিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " দলে থাকাকালীন আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। মানুষের সেবা করতে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ" দল ছাড়ার ইস্তফাপত্রে এমনটাই লেখেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর এরপরেই রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "ও দল ছেড়েছে এটা দুর্ভাগ্য। হঠাৎ কেন অপমানিত মনে হচ্ছে? ভোটের আগেই কেন? নিশ্চয় কোথাও খুঁটি বাঁধা আছে"।

নির্বাচনের আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। কিছুদিন আগে তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই বিজেপির হয়ে একাধিক সভা মিছিল-মিটিং করতে দেখা যাচ্ছে শুভেন্দুকে। কিন্তু অন্যদিকে বেড়েই চলেছে শুভেন্দু বনাম অভিষেক তরজা। আর এবার তরজা পৌঁছালো আইনি পর্যায়। এবার নির্বাচনের আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস শুভেন্দুর।

কিছুদিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাইপো বিতর্কে জড়িয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এরই মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানহানি মামলার করার হুঁশিয়ারি দিয়ে এবার আইনি নোটিস পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিসের সঙ্গে একটি বই পাঠিয়ে অভিষেকের সুস্থতাও কামনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো আইনি নোটিসে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, "ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ বা আত্মহত্যা চেষ্টা করলেই দুর্নীতি বা তোলাবাজির অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়ে যায় না। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আইন না জেনে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন তৃণমূল সাংসদ"।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই এক সভা মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক প্রতারণা মামলা নিয়ে মুখ খোলেন। সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেনের একটি চিঠি প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরেন। পাশাপাশি সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের জন্য শুভেন্দুকে "তোলাবাজ,মীরজাফর,ঘুষখোর কটাক্ষ করেন। আর তারপরেই এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস পাঠান শুভেন্দু অধিকারী।

মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরির দাবীতে দুর্গাপুর পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : পুরসভার মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরির দাবীতে সরব পরিবারের লোকজন। শুক্রবার দুর্গাপুর নগরনিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসল মৃতের পরিবারের লোকজন।

জানা গেছে, এদের কারও স্বামী আবার কারও বাবা স্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতো দুর্গাপুর নগর নিগমে। অভিযোগ, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল ওইসব পরিবারের সদস্যদের। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভাস্কর দাস, দীপঙ্কর বাগদী প্রমুখ বলেন,' কেউ ৮ বছর কেউ ১৩ বছর ধরে বঞ্চনার শিকার। বহুবার আবেদন জানিয়েছি। শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কাজ মিলবে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখা হয়নি। বাধ্য হয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের কর্মরত নগর নিগমের মূল গেটের সামনে ধরণায় বসেছি।' আন্দোলনকারীরা জানান,' সম্প্রতি দুর্গাপুর নগর নিগম বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৩৫ টির পদের জন্য লোক নিচ্ছে। যদি নতুনভাবে কর্মী নিয়োগ করা হয় তাহলে, কেন আমাদের নায্য দাবীকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।' এদিন প্রায় ৬০টি পরিবার আন্দোলনে সামিল হয়।

রাম মন্দির পুনঃনির্মাণে এক লক্ষ টাকা নিধি প্রদান বাঁকুড়ার সাংসাদের

বাঁকুড়া, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির পুনঃনির্মাণে এক লক্ষ টাকা নিধি প্রদান করলেন বাঁকুড়ার সাংসদ ডা: সুভাষ সরকার। শুক্রবার শহরের রামপুরস্থিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা কার্য্যালয়ে এসে তিনি এক লক্ষ এগারো হাজার একশত একটাকার চেক তুলে দেন। চেক প্রদান করার পর তিনি বলেন সাড়ে চারশো বছরের দীর্ঘ আন্দোলনের পর পুনঃনির্মিত হতে চলেছে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের মন্দির। সকল হিন্দুর কাছে বিরাট গর্বের। এই কাজে সমস্ত জনগনকে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান তিনি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উল্লেখ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমের বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): বাজেট অধিবেশনের শুরুতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "চল রে চল সবে ভারত সন্তান" গানটির উল্লেখ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমের বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শুক্রবার বাজেট-বক্তৃতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কথা তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্রপতি "বীরত্বের ভূমি" বলেও উল্লেখ করেন। গানটির উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি জানান, রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ এক দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেন তিনি। বুঝিয়ে দেন গানটির অর্থ। মুলত জাতীয় স্তরের নেতা বা প্রশাসনিক ব্যক্তিরা তাঁদের ভাষণে কোনও বাঙালি কবির লেখা উচ্চারণ করলে অন্তত ৯৯ ভাগ সময়ে সেটি অবধারিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই হয়। কিন্তু কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে স্বল্প পরিচিত মনমোহন বসুর কবিতা উল্লেখ করেছিলেন। এ বার রাষ্ট্রপতিও তেমন এক ব্যতিক্রমী কাণ্ড ঘটালেন। শুক্রবার বাজেট-বক্তৃতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের কথা তুলে ধরে। এদিন রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিতা চমকে দিয়েছে বাঙালিকে, দিয়েছে আনন্দও।

রাজীবের দলত্যাগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): গত শুক্রবার মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শুক্রবার প্রথমে বিধায়ক পদ ও পরে তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন বন মন্ত্রী। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

আকারে-ইঙ্গিতে বিধায়ক পদত্যাগী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিজেপিতে স্বাগত জানান তিনি। পাশাপাশি রাজীববাবুর দলত্যাগ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'উনি মুক্ত হয়েছেন, এবার আমার সঙ্গে যুক্ত হন এটাই আমার আবেদন। এরপর কোনও দিন মমতাদিকে প্রশ্ন করা হবে, দিদি আপনি কি তৃণমূলে আছেন?'

প্রসঙ্গত, এদিন দুপুর একটা নাগাদ বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন সেখান থেকে। এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজীব বাবু লেখেন, 'দলে থাকাকালিন আমাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। মানুষের সেবা করতে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ'।

দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিলেন মল্লিকা শেরাওয়াত

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে তিলোত্তমায় হাজির বলিউড অভিনেত্রী মল্লিকা শেরওয়াত। আর শুক্রবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেত্রী মল্লিকা।

কিছুদিন আগেই খাস কলকাতায় এসেছিলেন অভিষেক বচ্চন। অভিষেক বচ্চন এর পর এবার তিলোত্তমায় পা রাখলেন মল্লিকা শেরওয়াত। আগামী ছবির শুটিংয়ের জন্যই কলকাতায় এসেছেন মল্লিকা। সৌমিক সেনের এক সিরিজে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন মল্লিকা শেরওয়াত। আগামীকাল শনিবার থেকে শহরের নানা জায়গায় হবে এই সিরিজের শ্যুটিং। আর তারই আগে শুক্রবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন মল্লিকা। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি গঙ্গার ঘাটও ঘুরে দেখেন অভিনেত্রী।

মায়ের মতে উনি, ইস্তফা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে মন্তব্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা চলছিল তৃণমূল ত্যাগ করবেন রাজীব। সেই জল্পনা সত্যি করে সম্প্রতি তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেই শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্তফা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ছবি হাতে নিয়ে ”মায়ের মত উনি” মন্তব্য করেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইস্তফা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,”ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি। কিছু প্রশ্ন ছিল করেছেন স্পিকার। উত্তর দিয়েছি। আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সাহায্য করেছেন। আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। বিধানসভার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। বাংলার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। দলনেত্রীর কাছে চিরঋণী ।মায়ের মত উনি। যারা আমাকে বিধায়ক করেছেন সেই ডোমজুড়ের মানুষদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কথা দিচ্ছি তাঁদের পাশে থাকছি। রাজনীতি করি মানুষের স্বার্থে। নির্দল হয়ে কাজ করা যায় না। কোনও দলের ছয়ছাত্রায় থেকেই কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার আগামী পদক্ষেপ কী হবে তা ফেসবুকে জানাব”।

নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। কিন্তু তারই মাঝে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মাঝে শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেন রাজীব বন্দোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর পথ তৃণমূলের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেন লক্ষীরতন শুক্ল। আর এরপর মন্ত্রিত্ব প,দ বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারীর পর কি এবার তবে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে সেই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

দাদাকে দেখে আমাদের স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে, সৌরভকে দেখে বেরিয়ে মন্তব্য রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবারই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শরীরের বসে দুটি স্ট্রেন। বৃহস্পতিবারের তুলনায় শুক্রবার কিছুটা সুস্থ রয়েছেন মহারাজ। শুক্রবার অসুস্থ সৌরভকে দেখতে অ্যাপোলো হাসপাতালে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মহারাজকে দেখে বেরিয়ে ”দাদাকে দেখে আমাদের স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে” এমনটাই মন্তব্য করেন রাজ্যপাল।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখার পর কেমন আছেন দাদা সেই প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল বলেন, ”দাদা আমাদের দেখে সন্তুষ্ট। দাদাকে দেখে আমাদের স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। আগের থেকে অনেক ভাল আছে সৌরভ”।

এরপরেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাজ্যপাল বলেন, ”রাজ্যপাল সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে থেকেই কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রীকেও নিজের গণ্ডিতে থাকতে হবে। তিনিও নিজের পদের মর্যাদা লঙ্ঘন করবেন না বলেই আশা রাখব। ২০২১ সালে বাংলার ছবি বদলাতে হবে। এতদিন ধরে নির্বাচন এলেই বাংলার মানুষ দুশ্চিন্তায় ভুগত। ২০১৮, ২০১৯ সালে যে পরিমাণ হিংসা হয়েছে তা নিন্দনীয়। পুলিশ অধিকারীদের বিনীত নিবেদন করব, আপনারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকুন। আশা করব আপনারা আমার কথা রাখবেন”।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

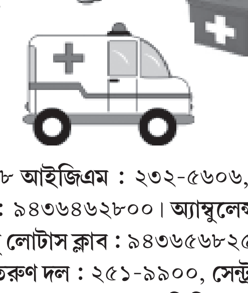

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেরঙা দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক

ভারত একটি দেশ, কোনও দেশের দু’’টি পতাকা থাকতে পারে না। যদিও ফ্ল্যাগ কোড কোনও রাজ্যকে পৃথক পতাকা রাখার অধিকার দেয় না। তেরঙা দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তেরঙা গোটা দেশকে আবেগের সঙ্গে আবদ্ধ করে। যারা তেরঙাকে অপমান করেন তারা মনে রাখবেন ভারত কখনই এই সব মেনে নেবে না। ভারতের ১৩৫ কোটি জনগণ দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার বিষয়ে সর্বদা একসঙ্গে। একটু পিছনের দিকে ফিরে দেখা যাক। ১৯৫৩ সালের ২৮ মে পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে এবং নিউজিল্যান্ডের স্যার এডমন্ড হিলারি বিশ্বের সর্বোচ্চ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন। এভারেস্টে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তেনজিং নোরগে তেরঙা উত্তোলন করেছিলেন।

সেই ছবি দেখে ভারতের বহু প্রজন্ম রোমাঞ্চিত হয়েছে। তেনজিং নোরগে নেপালে জন্মেছিলেন, তবে তিনি ছোট থেকেই দার্জিলিংয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। ভারত কী সেই সব ভুলতে পারে? একসময় ভারতের দুর্দান্ত টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ বলেছিলেন, যখন তিনি খেলতে গিয়ে দর্শকদের হাতে তেরঙা দেখেন, তখন তাঁর জয় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদের বৈঠকে দেশের তেরঙা বর্তমান স্বরূপে গৃহীত হয়েছিল। দেশবাসীর আবেগ তেরঙার অবমাননায় গোটা দেশ ক্ষুব্ধ। এখন সকলেই দোষীদের কঠোর শাস্তি চাইছেন। বিষয়টি শুধুমাত্র তেরঙা অপমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জাতীয় সংগীত সম্পর্কেও আমাদের দেশে ভিন্নমত পোষণ করা হয়। কিছু অস্বচ্ছল মানুষ এর আগে সংশোধন করারও চেষ্টা করেছে। জাতীয় সংগীত কী সংশোধন করা সম্ভব? জাতীয় সংগীতে অধিনায়কের স্থানে কী মঙ্গল শব্দ হওয়া উচিত? সিন্ধু শব্দের স্থানে জাতীয় সংগীতে আর কোনও শব্দ যুক্ত করা যায়? সিন্ধু শব্দটি এই কারণে অপসারণের দাবি উঠেছিল যেহেতু সিন্ধু এখন ভারতের অংশ নয়। ২০০৫ সালে সঞ্জীব ভাটনগর নামে এক ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন, সিন্ধুকে ভারতীয় রাজ্য না হওয়ার কারণে জাতীয় সংগীত থেকে অপসারণের দাবি জানান। সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আর সি লাহোতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সেই আর্জি শুধুমাত্র প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং ’শিশুসুলভ মামলা’ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সঞ্জীব ভাটনগরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করেছিলেন। আরও একটি উদাহরণ হল, কয়েক বছর আগে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগ শহরের একটি স্কুলে জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ঘটনায় ওই স্কুলের ব্যবস্থাপক জিয়া-উল-হককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। হকের যুক্তি ছিল, স্কুলে জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ হওয়ার নেপথ্যে কারণ হল জাতীয় সংগীতে ’ভারত ভাগ্য বিধাতা’ শব্দটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। যাইহোক এই মুহূর্তে গোটা দেশ চাইছে তেরঙা অবমাননাকারীদের কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হোক।

তেরঙার সামনে সব কিছুই ফিকে : আর কে সিনহা

প্রজাতন্ত্র দিবসে গোটা দেশের প্রতিটি কোণে কোণে যখন আবালবৃদ্ধবনিতা জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করছিলেন, তখন রাজধানীতে তথাকথিত আন্দোলনকারীরা লালকেল্লার ভিতরে ঢুকে গিয়ে ঠিক সেই স্থানে কৃষক সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন, যেখানে প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী তেরঙা উত্তোলন করেন। লালকেল্লায় তেরঙা ছাড়া অন্য কোনও পতাকার কোনও স্থান থাকতেই পারে না। যাঁরা এমন দুঃসাহস দেখিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। তথাকথিত কৃষকরা তেরঙাকে অপমান করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ বিষয়ে কিন্তু, কেনোর কোনও স্থান নেই। ক্ষমা করবেন জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করার স্পর্ধা শুধুমাত্র ভারতেই সম্ভব। আপনাদের হয়তো মনে আছে কয়েক বছর আগে কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকার রাজ্যের পৃথক পতাকার দাবি জানিয়েছিলেন। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল।

একটু ভাবুন দেশের একটি জাতীয় দলের সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে খেলা করার সাহস দেখাচ্ছে। সিদ্দারামাইয়া তখন বলেছিলেন, দেশের সংবিধানে কী এমন কোনও বিধি রয়েছে যা রাজ্যকে নিজস্ব পতাকা রাখতে বাধা দেয়?

শশী থারুর, রাজদীপ সরদেশাই-সহ সাতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে কৃষকদের ট্র্যাক্টর আন্দোলনের সময় দুপক্ষের সংঘাতের আবহে ভুল তথ্য প্রচার এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর এবং ছ’জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করল পুলিশ। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ছাড়াও, ভারতীয় সংবিধানের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতা প্রচার করার ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

নয়ডার একটি থানায় এফআইআর দায়ের করেন দিল্লিরই এক বাসিন্দা। পুলিশের কাছে তিনি অভিযোগ করে বলেন, শশী তারুর এবং ওই সাংবাদিকদের ডিজিটাল প্রচার ও সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টের মারফত বলা হয়, দিল্লি পুলিশ গুলি করে মেরেছে এক কৃষককে। এই টুইট ট্র্যাক্টর ব্যালির সদস্যদের উত্তেজিত করে তোলে বলে দাবি তাঁর, যার জেরে লালকেল্লা ও সংলগ্ন এলাকায় হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। যে ৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাঁরা হলেন, মৃণাল পাণ্ডে, রাজদীপ সরদেশাই, বিনোদ জোশ, জাফর আগা, পরেশ নাথ এবং অনন্ত নাথ। এছাড়া কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরও একই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এদিকে, যে চ্যানেলে রাজদীপ সরদেশাই কর্মরত ছিলেন সেই চ্যানেল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। ভুল তথ্য দিয়ে টুইট করার অভিযোগে অন্তত ২ সপ্তাহের জন্য তাঁকে চ্যানেলের সম্প্রচার থেকে সরানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এক মাসের বেতনও কেটে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ফের রাজ্যপালের নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): ফের সংঘাত রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে টুইট করেন তিনি।

এদিন রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে রাজ্যপাল নিজের টুইটারে লেখেন, ’সব মিলিয়ে রাজ্যের কৃষকরা ১০ হাজার কোটি টাকার বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। না হচ্ছে ভালোভাবে রাজ্য পরিচালনা না মিলছে অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা।’

অন্যদিকে, গতকাল রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই বিধানসভার ভাষণ শুরু করা হয়। এই বিষয়টি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি ।সংবিধানের ১৭৬ নম্বর ধারা তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, ’প্রতি বছর প্রথম অধিবেশন শুরুর সময় রাজ্যপাল বিধানসভায় ভাষণ দেবেন।’

শিলিগুড়িতে বাউন সুগার সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ির খাপরাইল মোড় এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার উদ্ধার হয়েছে ৯৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। ধৃতদের মধ্যে ইসমাইল হকের বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। মহম্মদ কৌসর নামে অপরজনের বাড়ি মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনিতে।

মাটিগাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা খাপরাইল মোড়ে বাস থেকে নামছিল। সেই সময় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের পাকড়াও করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই মাদক তারা মালদা থেকে বিক্রির উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসছিল। এদিন অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনার সাথে আর করা জড়িত তা জানেত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রয়াত অভিনেতা অরবিন্দ যোশী, শোকস্তব্ধ বলিউড তথা থিয়েটার জগত

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রয়াত নাট্যকর্মী অরবিন্দ যোশীর। বাবাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অভিনেতা শরমন যোশী। শুক্রবার সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। অরবিন্দ যোশীর মৃত্যুর খবরে ইতিমধ্যেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে শিল্পমহল।

দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন প্রবীন অভিনেতা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভর্তি ছিলেন মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে। এদিন সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। উল্লেখ্য, ‘ইত্তেফাক’, ‘শোলে’, ‘অপমান কি আগ’, ‘ঠিকানা’, ‘নাম’, ‘খরিদার’ এসমস্ত জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। অরবিন্দ যোশীর মৃত্যুর পর ট্রেড অ্যানালিস্ট কোমল নাথ প্রথম সেই খবর প্রকাশ করেন। নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডেলেই অরবিন্দ যোশীর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেন কমল নাথ। শরমন যোশীর বাবার মৃত্যুর খবরে শোক প্রকাশ করেন অভিনেতা প্রেম চোপড়াও। তাঁর অবদান গুজরাটি থিয়েটার জগৎ মনে রাখবে বলেও মত প্রকাশ করেন প্রেম চোপড়া। প্রসঙ্গত গুজরাটি থিয়েটারের পাশাপাশি একাধিক গুজরাটি সিনেমাতেও দেখা গিয়েছে অরবিন্দ যোশীকে। শোলে, ইত্তেফাক, অপমান কি আগের মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবিতেও অভিনয় করেন অরবিন্দ যোশী।

করোনার টিকাকরণ শুরু চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে

চালসা, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে করোনার টিকাকরণ শুরু হল। শুক্রবার প্রথমে টিকা নেন মেটেলি ব্লকের জুরন্তি চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মী বুধুরাম মুণ্ডা। এছাড়াও ব্লকের স্বাস্থ্যকর্মী সহ অন্য দফতরের কর্মীদেরও টিকা দেওয়া হয়।

এসিএমওএইচ সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, ‘মেটেলি ব্লকে কোভিশিল্ড টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। টিকা দেওয়ার পর তাঁদের অবজারভেশনে রাখা হবে। তার জন্য স্পেশাল টিম থাকছে।’ সবাইকেই টিকা দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এদিন ১০০ জনকে টিকা দেওয়া হবে। ফিতে কেটে টিকাকরণের কাজের সূচনা করেন মেটেলির বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, মালের এসিএমওএইচ সুদীপ্ত মণ্ডল সহ আরও অনেকে।

ভর্তি

● প্রথম পাতার পর

সেই বিষয়ে বিশেষ করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এরই মধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় সামিল হন।

সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অবশেষে জাতীয় সড়ক মুক্ত হয়। উল্লেখ্য গতকালও বিশালগড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজে ছাত্রভর্তি সমস্যা নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয় বিশালগড়েও জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ছাত্রছাত্রীরা।

বাংলাদেশি

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ জানিয়েছে, তাদের মধ্যে একজন মুম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা বলে প্রমাণ মিলেছে। তার মাধ্যমে বাকি তিনজনের জাল নথি তৈরি হয়েছে। এদিকে, গতকাল এক ব্যক্তি আটক করেছে পুলিশ। তার কাছেও ভারতে প্রবেশের বৈধ কাগজ ছিল না। জাল নথি নিয়ে বিমানে পাড়ি দেওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। গত ৫ জানুয়ারি ১২ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছিল। তবে, সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সাথে মুম্বাইয়ের যোগসূত্র রয়েছে।

পবিত্রকর

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না। আগামী ৩০ জানুয়ারি দিল্লির তিনটি সীমান্ত এলাকায় কৃষকরা অনশন ধর্মঘট পালন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, কৃষকরা তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ১১ দফা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ সুরক্ষায় অনড় অবস্থানে রয়েছে। কৃষকদের পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রির চক্রান্ত করছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

গাঁজা মজুত রাখা হয়েছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার ওসি জতীন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ঐ বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এই সব নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির মালিক কিংবা নেশা সামগ্রীর মালিকের কোনো হদিশ পায়নি পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে পুলিশকে দেখে তারা পালিয়ে গেছে।

এদিকে খোয়াই থানার পদ্মবিল সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফের ৮৮ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা ১০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। জানা যায়, পাচারকারীরা ঐ সীমান্ত দিয়ে গাঁজা বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল। বিএসএফের টহলধারী বাহিনী তাদের পেছনে ধাওয়া করলে গাঁজা ফেলে তারা পালিয়ে যায়। সেখান থেকে বিএসএফের জওয়ানরা গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধার করা গাঁজা গুলি খোয়াই থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

রাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

মধ্যেও মানবজাতির স্বার্থে হাত বাড়িয়েছে ভারত এবং বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ ভ্যাকসিনের ডোজ পাঠিয়েছে।’ রাষ্ট্রপতি বলেন, ’দেশের ২৪, ০০০ হাসপাতালের যে কোনওটিতে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনার অধীনে ৭০০০ কেন্দ্রে অত্যন কম মূল্যে ওষুধ পাচ্ছেন দরিদ্ররা।’

প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকার অবমাননায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির কথায়, ’জাতীয় পতাকা এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো পবিত্র দিনে অবমাননা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সংবিধান আমাদের যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয় তেমনই সংবিধান আমাদের শিক্ষা দেয় আইন ও বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।’ রাষ্ট্রপতি জানান, ’ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সরকারের অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী-কিসান সম্মান নিধি যোজনার অধীনে সরাসরি কৃষকদের একাউন্টে ১,১৩,০০০ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের সুবিধা ও অধিকার প্রদান করেছে সরকার।’ গালওয়ান উপত্যকায় সেনা জওয়ানদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ’২০২০ সালের জুন মাসের গালওয়ান উপত্যকায় আত্মবলিদান দিয়েছেন ২০ জন জওয়ান। শহিদদের প্রতি কৃতজ্ঞ প্রতিটি দেশবাসী। দেশ সুরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কোনও খামতি রাখব না।’

একদিকে করোনা পরিস্থিতি, অন্যদিকে কৃষক বিক্ষোভ। সেই অবস্থাতেই শুক্রবার থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হল। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অতিমারি পরিস্থিতিতে মাঝপথে বাদল অধিবেশন বাতিল হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম সংসদে অধিবেশন শুরু হল। কোভিডের জন্য এ বারে শীতকালীন অধিবেশনও বসেনি। কোভিড পরিস্থিতিতে অধিবেশনের জন্য বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করা হচ্ছে। উপ রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং অন্য সাংসদরা ইতিমধ্যেই কোভিড টেস্ট করিয়েছেন। কর্মী, আধিকারীক মিলিয়ে রাজ্যসভা সেক্রেটারিয়েট থেকে মোট ১২০০ জন কোভিড টেস্ট করিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক জনেরও রিপোর্ট পজিটিভ আসেনি।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আমার মেয়ে গতকাল স্কুলে যাওয়ার পর আর বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে থানার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আজ সকালে খবর আসে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, প্রণয়ের সম্পর্ক জানাজানি হতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে সে আন্দাজ করতে পারিনি।

এদিকে, মৃত নাবালকের মা বিলাপ করে বলেন, গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মন ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যায় ছেলে বাড়ি ফিরে না আসায় তার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করি। তাকে অনবরত ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হই। এর পর বিষয়টি থানায় জানানো হয়েছিল। আজ সকালে ছেলের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর এসেছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়না তদন্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দুটি মৃতদেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ বাড়ি পৌঁছনোর পর দুটি বাড়িতেই পরিবারের সদস্যদের কান্নার আওয়াজে পরিবেশ ভারী হয়ে গেছে।

মহাসচিব

● প্রথম পাতার পর

ডোজ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্র সরকারের। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি ও কর্মীদের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টিকার ডোজ পাঠানো হতে পারে বলে খবর।

নাগরা

● প্রথম পাতার পর

আগরতলায়। নারী নির্যাতন, বেকারত্ব, ১০,৩২৩ —এর উপর প্রশাসনের বল প্রয়োগ নিয়ে আওয়াজ তুলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসর পক্ষ থেকে এক মিছিল করে রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ভবনের সামনে পৌঁছায়। সেখানে এক হুঙ্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব ভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভি জানান, মহিলাদের উপর নির্যাতন রাজ্যে বেড়ে চলেছে। নারী নির্যাতন রুখতে প্রশাসনের কোন ব্যবসা নেই। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ঘরে ঘরে চাকুরি দেওয়ার। কিন্তু এই সরকারের আমলে বেকারত্ব দেশের শীর্ষ সানগুলির মধ্যে অন্যতম। এমনকি চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা দীর্ঘ দিন আন্দোলন করে চলেছেন।

পরে সরকার তাদের উপর পুলিশ দিয়ে লাঠিচার্জ করেছে। অর্থাৎ গণতন্ত্র ধ্বংস হতে চলেছে। কিন্তু গণতন্ত্র ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে বলে আওয়াজ তুলেন তিনি। এদিকে কংগ্রেসের ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কোলদ্বিপ সিং নাগরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, দেশের কৃষকদের বর্তমানে মোদী সরকার যে হাল বানিয়ে রেখেছে তার জন্য এই সরকারকে পরাজিত করার আওয়াজ তুলতে আহ্বান জানান। কারণ, দেশের অন্নদাতা কৃষক। আর কৃষকদের পেটে লাথি মারছে এই সরকার। সরকারকে দেশবাসী ছাড়বে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস প্রমুখ।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

টিআর ০১ বি ৪১৬১ নম্বরের যাত্রীবাহী গাড়ি তেলিয়ামুড়ার দিকে যাচ্ছিল। উত্তর মহারাণীপুর এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ একটি বন্য হাতি গাড়ির সামনে পড়ে তাণ্ডব শুরু করে। হাতির তাণ্ডব দেখে গাড়ির যাত্রীরা আত্মরক্ষায় পালিয়ে যান। কিন্তু, খিলিংতি দেববর্মা গাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বন্য হাতি খিলিংতি দেববর্মাকে সুর দিয়ে আঘাত করে। তাতে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বন্যহাতির উন্মত্ত তাণ্ডবে ঘটনাস্থলে মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় কৃষ্ণপুর এলাকায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। যদিও তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় কৃষ্ণপুর, উত্তর মহারানিপুর, কপালিটিলা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায়শই বন্যহাতি উন্মত্ত তাণ্ডব চালায়। ধ্বংস করে দেয় ঘরবাড়ি, কৃষিক্ষেত। বন্যহাতির তাণ্ডব থেকে জন নিরাপত্তায় ব্যর্থ প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় জনগণ। আজ মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়কে অবরোধে বসে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় জনগণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর চাকমাঘাট এলাকায় মৃত খিলিংতি দেববর্মার নিথর দেহ ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় আসতেই জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পরে মৃতদেহটি জাতীয় সড়কে নিয়ে এসে অবরোধ করেন।

খবর পেয়ে মহকুমা বন আধিকারিক ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কিন্তু অবরোধকারীরা সাফ জানিয়ে দেন, দাবি পূরণের আশ্বাস পাওয়া গেলেই জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করা হবে। প্রায় আড়াই ঘন্টা পর প্রশাসনের আধিকারীকদের সাথে আলোচনায় আশ্বস্থ হয়ে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বাজারজাতকরার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এতে রাজ্যের অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করে থাকা প্রবণতা কমবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করার ফলেই ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ প্রভৃতি স্বশাসিত সংস্থা আজ লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বিগত সরকার সে পথে হাঁটেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের সময়ে রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ খুবই কম ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ত্রিপুরা ভাল অবস্থানে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে পানীয়জলের সংযোগ রয়েছে ৫.৪৬ শতাংশ। ত্রিপুরায় বর্তমানে রয়েছে ২২ শতাংশ। জাতীয়স্তরে এই হার ১৬ শতাংশ। রাজ্য সরকার আগামী ২০২২ সালের মধ্যে অটল জলধারা মিশনে সব ঘরে পানীয়জল পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রাবার চাষ সম্পসারণে ও রাবার শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সহায়তা চাওয়া হয়েছে। রাবার প্ল্যান্টেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ১,১০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর বেশির ভাগটাই বিনিয়োগ হবে ত্রিপুরায়। তিনি বলেন, সাবমের মৈত্রী সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পথে। সাবমে গড়ে উঠেছে সুসংহত স্থল বন্দর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও লজিস্টিক হাব। এসমস্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠলে আগামীদিনে রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সকলের সহযোগিতায় ত্রিপুরা আগামীদিনে শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হবে।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে ত্রিপুরায় নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহকারি হাই কমিশনার মহঃ জবায়েদ হোসেন বলেন, দু’দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে মৌ স্বাক্ষর এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক মিমি মজমদার বলেন, রাজ্যে শিল্পের প্রসারে শিল্প ও বাণিজ্য মেলার ভূমিকা রয়েছে। স্বাগত ভাষণে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, এই শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় সরকারি স্টল, আন্তর্জাতিক স্টল, বর্হিরাজ্যের স্টল ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মিলে মোট ৩১৪টি স্টল খোলা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্ক’তিক অণুষ্ঠান। আশা করা যায় এবছর ১০ লক্ষাধিক দর্শকের সমাগম হবে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিদের হাতে মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের শিল্পীগণ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। ধন্যবাদ ‘াপন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল।

প্রাঙ্গন

বার্সা না পারছে গিলতে না পারছে ফেলতে

''এখানে থাকো, দেখবে ক্লাবের সমর্থকেরা তোমাকে উৎসর্গ করে ভাস্কর্য বানাচ্ছে। কিন্তু বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ বা বায়ার্ন মিউনিখের মতো কোনো দলে যাও, তুমি সেখানে শুধুই আরেকজন খেলোয়াড় হয়ে থাকবে।''ঠিক তিন বছর আগে, ২০১৭ সালের মে মাসে ফিলিপে কুতিনহোকে কথাগুলো বলেছিলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। বার্সেলোনা তখন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে কুতিনহোকে লিভারপুল থেকে নিয়ে যেতে চায় বলে গুঞ্জন। লিভারপুলের সঙ্গে মাত্রই নতুন চুক্তি করা কুতিনহোকে তাই মনোযোগ ধরে রাখতে কথাগুলো বলেছিলেন ক্লপ।

কুতিনহো শোনেননি। আগস্টে প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শুরুর আগের দিন বার্সার প্রস্তাবেই টলে গিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকার। তখন লিভারপুল বিক্রি করেনি তাঁকে। কিন্তু ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ১৪ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের প্রস্তাব দেয় বার্সা, ওদিকে স্বপ্নের ক্লাবে যেতে কুতিনহোও উন্মুখ ছিলেন। কুতিনহোকে তাই বিক্রি করে দেয় বার্সা।

কিন্তু স্বপ্নের ক্লাবটা তাঁর জন্য এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন কুতিনহো?

বার্সার খেলার ধরণে ''নাম্বার টেন'' মেসিই। কুতিনহো লিভারপুলে যে ভূমিকাটায় উজ্জ্বল ছিলেন। বার্সায় সে সুযোগটা পাবেন না, জানাই ছিল। বার্সার ৪-৩-৩ ছকে কখনো ইনিয়েস্তার মতো মাঝমাঠের তিনজনের একজন, কখনো তিন ফরোয়ার্ডের বাঁ পাশে ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে খেলানো হয়েছে। কিন্তু লিভারপুলের মতো স্বাধীনতা তো আর পাননি। একটা দলে একজন খেলোয়াড় হয়তো নিউক্লিয়াস থাকেন, যাঁকে ঘিরে দলটা গড়ে ওঠে। মেসি থাকতে বার্সায় কোনো কোচ অন্য কোনো খেলোয়াড়কে সে জায়গা দেওয়ার কথা নয়। তর্কসাপেক্ষে সময়ের সেরা ফুটবলারের মানই এমন!

লিভারপুলের মতো এখানে তাই আর ''নিউক্লিয়াস'' হওয়া সম্ভব ছিল না কুতিনহোর। জ্বলেও উঠতে পারেননি। ২০১৮ সালে আধা মৌসুমে লিগে ১৮ ম্যাচে তবু ৮ গোল করেছিলেন, গত মৌসুমে আরও অনুজ্জ্বল কুতিনহো৩৪ ম্যাচে গোল মাত্র ৫টি! শুধু কী গোল, কুতিনহো উল্টো যেন ছিলেন বার্সার খেলায় গতি কমে যাওয়ার অনেক বড় কারণ। যেন মাঝ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা নাবিক!

কিন্তু একদিকে তাঁর পারফরম্যান্সে পড়তি, অন্যদিকে তাঁর বেতন বছরে ১২ মিলিয়ন ইউরো। তারওপর বার্সা তাঁকে অনেক দাম দিয়ে কেনায় তাঁকে কম দামে বেচতেও পারছে না। আবার বার্সা যা চায়, সেই দামে কুতিনহোকে কিনতে অন্য ক্লাবগুলো আগ্রহী নয়। এই মৌসুমে তাই বায়ার্ন মিউনিখে ধারে পাঠানো হয়েছিল কুতিনহোকে। সঙ্গে শর্ত ছিল, বায়ার্ন চাইলে তাঁকে ১২ কোটি ইউরোতে মৌসুম শেষে কিনে নিতে পারবে।

বায়ার্নে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছেন বটে, ৩২ ম্যাচে কুতিনহো গোল করেছেন ৯টি, করিয়েছেন ৮টি। কিন্তু ছিলেন অধারাবাহিক। বায়ার্ন তাই তাঁকে অত দামে পাকাপাকিভাবে কিনছে না! বায়ার্ন চেয়ারম্যান কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে দুদিন আগে জার্মান পত্রিকা ডার স্পিগেলে বলেছেন, ''ওই সুযোগটার (কুতিনহোকে কেনার) মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমি সেটা কাজে লাগাইনি।'' যদিও আগামী মৌসুমে কুতিনহোর জন্য একটা আশা রেখে দিয়েছেন রুমেনিগে, ''আমরা এরপর আগামী মৌসুমের পরিকল্পনা করব, দেখি সেখানে ওর জায়গা হয় কি না।''

পারফরম্যান্স তো আছেই, কুতিনহোর দামে ভাটা পড়বে করোনাভাইরাসের কারণেও। করোনার কারণে সব ক্লাবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ধুঁকবে বলে পূর্বানুমান। দলবদলের বাজারে খেলোয়াড়দের দাম তাই কমবে। গুঞ্জন শোনা যায়, কুতিনহোর দাম নেমে আসতে পারে ৫ কোটিতে!

ওদিকে বার্সা আগামী মৌসুমে নেইমার ও লওতারো মার্তিনেজকে দলে আনতে চায়। কাতালান ক্লাবটির ইচ্ছা ছিল, কুতিনহো-রাকিতিচ-ভিদাল-ডেম্বেলেদের মতো খেলোয়াড়কে বিক্রি করে নেইমার-মার্তিনেজকে আনার অর্থের জোগাড় করতে পারবে। সেই পরিকল্পনা বুঝি ধাক্কা খেল! কুতিনহোর আকাশচুম্বী বেতন আর পাতালগামী পারফরম্যান্সের কারণে তাঁকে রাখতে চাইছে না বার্সা, আর পছন্দের দামে বিক্রিও করতে পারছে না। না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে!

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম কাদেনা কোপে অবশ্য বলছে, বার্সার নতুন কোচ কিকে সেতিয়েনের কুতিনহোকে পছন্দ, তাঁকে দলে রাখতে চান।

আবার ইংল্যান্ডের চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও লেস্টার সিটি কুতিনহোকে চায় বলে গুঞ্জন। ইংল্যান্ড থেকে আরও শোনা যাচ্ছে, কুতিনহো চান, আর কিছু না হলে চেলসিতেই যাবেন। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে কী আছে! হয়তো ক্লপের কথাটা না শোনার আফসোস এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে।

লা লিগার '৯০ রেফারি রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক'

যুক্তি-তর্কটা বেশ চলে ভক্তদের মধ্যে। বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলেনার ভক্তরা। এক পক্ষ আরেক পক্ষের প্রতি রেফারির পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে থাকেন। এবার তা আরও জোরাল হতে পারে। লা লিগারই সাবেক এক রেফারির দাবি ৯০ শতাংশ রেফারি রিয়ালের সমর্থক।লা লিগার সাবেক রেফারি ইতুরালদে গঞ্জালেসের দাবি, স্পেনের ৯০ শতাংশ ম্যাচ অফিশিয়াল রিয়ালের সমর্থক। বাকি ১০ শতাংশ ঝুঁকে থাকে বার্সেলোনার প্রতি। তাহলে ইতুয়ার্দোর কথা অনুযায়ী, লা লিগায় সব রেফারি শুধুই রিয়াল কিংবা বার্সার সমর্থক এবং সেখানে রিয়ালের প্রতি সমর্থকের হার অনেক বেশি।২০১২ সালে অবসর নেওয়ার আগে লা লিগায় ৩০০ ম্যাচ পরিচালনা করেন এই স্প্যানিশ। তাঁর যুক্তি, স্পেনে প্রচুর মানুষ রিয়ালের সমর্থক ছোট বেলা থেকে। এ বিষয়টি রেফারি হওয়ার পরও প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন ইতুরালদে।স্প্যানিশ রেডিও ''ক্যাডেনা সার'' তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, রিয়াল-বার্সার প্রতি রেফারিদের সমর্থন কেমন থাকে? ইতুরালদের জবাব,''প্রায় ৯০ শতাংশ রেফারি রিয়ালের প্রতি ও ১০ শতাংশ রেফারি বার্সার দিকে টেনে থাকে। বার্সা পছন্দ করুক আর না করুক ৭০ শতাংশ স্প্যানিশ নাগরিক (কাতালুনিয়া বাদে) রিয়ালের সমর্থক।''ইতুরালদে নিজেকে অবশ্য নিরপেক্ষ বলেই দাবি করলেন। অন্তত মাঠে দায়িত্ব পালনের সময়। ''আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে (রিয়াল-বার্সা) পাত্তা দেই না। সবাই জানে আমি অ্যাথলেটিকের ভক্ত। তবে মাঠে ওদের শাস্তি দিতে কিংবা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করিনি।''২০১৪ সালে এই রেফারি একবার বলেছিলেন, বেশিরভাগ রেফারি রিয়ালের সমর্থক। তবে সেই সংখ্যাটা কত তা বলতে পারেননি ইতুরালদে, ''বেশিরভাগ রেফারি রিয়ালের সমর্থক। আমরা (রেফারি) তো মঙ্গল গ্রহ থেকে আসিনি। ফুটবল পছন্দ করেন বলেই আপনি রেফারি। আর ফুটবল ভালোবাসে কিন্তু পছন্দের দল নেই, এমন হয় না।''

মেসিদের ফেরার দিন ঠিক করে দিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

জার্মান বুন্দেসলিগা মাঠে ফিরেছে এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল। এরই মধ্যে দলগুলো এক-দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। দর্শকশূন্য মাঠে ফুটবলের বাইরেও 'প্রাণ' ফেরানোর নতুন নতুন পদ্ধতিরও দেখা এরই মধ্যে মিলেছে। আজ যেমন, নিজেদের মাঠে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গ্যালারিতে বড় বড় ব্যানার দিয়ে খালি আসনগুলো ঢেকে দিয়েছে ভলফসবুর্গ, আলাদা শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে হাজারো দর্শকের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনানোর ব্যবস্থাও করেছে। তাতে অবশ্য মাঠের ফলে তেমন লাভ হয়নি, দুই অর্ধে রাফায়েল গেরেরো ও আশরাফ হাকিমির গোলে ম্যাচটা ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ডর্টমুন্ড। তা জার্মান লিগ ফিরেছে, ইংলিশ লিগ জুনে ফেরার তোড়জোর চলছে। ইতালিয়ান লিগও ১৩ জুন ফেরাতে সব ক্লাব মত দিয়েছে, এখন শুধু সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষা। বাকি ছিল স্প্যানিশ লিগ, সেটিরও ফেরার সম্ভাব্য তারিখ জানা গেল আজ। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ

জানিয়ে দিয়েছেন, ৮ জুন মাঠে ফিরবে লা লিগা। মেসি-বেনজেমাদের দেখার অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।

এর আগে স্প্যানিশ লিগের প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ১২ জুন রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার মধ্যে 'সেভিল ডার্বি' দিয়ে ফিরতে পারে স্প্যানিশ লিগ। কিন্তু এ-ও বলে দিয়েছিলেন, সব নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। সরকারের সিদ্ধান্তে তারিখটা আরও এগোলো। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজকে উদ্ধৃত করে স্প্যানিশ ক্রীড়াদৈনিক মার্কা লিখেছে, 'যা করা দরকার ছিল, স্পেন সেটা করেছে। এখন সবার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিদিনের অনেক কার্যক্রম ফেরানোর সময় চলে এসেছে। ৮ জুন থেকে লা লিগা মাঠে ফিরতে পারবে।'

করোনাভাইরাসের কারণে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়ার আগে লিগে সব দলের ২৭টি করে ম্যাচ শেষ হয়েছে। তাতে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বার্সেলোনা, ২ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ। তিনে থাকা সেভিয়ার পয়েন্ট ৪৭, এক পয়েন্ট কম নিয়ে চারে রিয়াল সোসিয়েদাদ। সমান পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে এই মৌসুমের চমক গেতাফে। ছয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, ডিয়েগো সিমিওনের দলের পয়েন্ট ৪৫।

বেজে গেল ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের দামামা, নিভৃতবাসে টিম ইন্ডিয়া

ছ'দিনের নিভৃতবাস। তিন দিনের ট্রেনিং। এবং টেস্ট ম্যাচ! আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে চেন্নাইয়ে টেস্ট যুদ্ধে নেমে পড়ার আগে ভারত এবং ইংল্যান্ড, দুটো টিমের কাছে নির্ঘণ্ট ঠিক এটাই। আজ, অর্থাৎ বুধবার সকালে জো রুটের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ডের বত্রিশ জনের স্কোয়াড নামছে চেন্নাইয়ে। ভারতীয় ক্রিকেটাররা আবার চেন্নাই ঢুকবেন গোটা দিন জুড়ে, দফায় দফায়। এবং তার পরই ভারত এবং ইংল্যান্ড, দুটো টিমকেই বাধ্যতামূলক ছ'দিনের নিভৃতবাসে চলে যেতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার যতই মাঠে পঞ্চাশ শতাংশ দর্শক রেখে ম্যাচ আয়োজনের পরামর্শ দিক, পরিস্থিতি যা তাতে মাঠ ফাঁকা রেখেই চেন্নাইয়ে প্রথম দুটো ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট হতে চলেছে। চেন্নাই কর্তারা চান না কোনও রকম ঝুঁকি নিতে। কারণ, করোনা-আবির্ভাবের পর ভারতের মাটিতে এটাই প্রথম কোনও সিরিজ। ভারতীয় বোর্ড, তারা আবার দুটো টিমের জন্য একটা গোটা হোটেল বুক করে ইতিমধ্যে সেখানে জৈব সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি করে ফেলেছে। ক্রিকেটাররা তাঁদের স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু নিভৃতবাসের প্রথম ছ'দিন হোটেল রুমের বাইরে পা রাখার অনুমতি নেই। প্রথম ছ'দিনে নিভৃতবাসে থাকাকালীন প্রয়োজনীয় করোনা পরীক্ষা হয়ে গেলে ক্রিকেটাররা হোটেলের সুইমিং পুল ব্যবহার করতে পারবেন। যা খবর, স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে সেই ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে রেখেছে তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থা।

তবে সিরিজ চলাকালীন দুই টিমের ক্রিকেটার ও তাঁদের পরিবারবর্গ কোনও অবস্থাতেই জৈব সুরক্ষা বলয় ছেড়ে বেরোতে পারবেন না। হোটেল থেকে বেরিয়ে শুধুমাত্র মাঠ এবং ট্রেনিং গ্রাউন্ডে যাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডের (বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট ৫ ফেব্রুয়ারি। করোনা মহামারীর পর এই প্রথম ভারতের মাটিতে ফিরছে ক্রিকেট। ইতিমধ্যেই আইপিএল এবং অস্ট্রেলিয়া মিলিয়ে টিম ইন্ডিয়ার তারকারা প্রায় সাড়ে চার মাস কাটিয়ে এসেছেন নিভৃতবাসে। এরপর ফের টানা প্রায় মাস দেড়েকের জন্য কোয়ারেন্টাইনে ঢুকে যাবে তাঁরা।

যা বেশ কষ্টকর। সেজন্যই ক্রিকেটারদের এই নিভৃতবাসের সময় যতটা সম্ভব নিয়ম শিথিল করার চেষ্টা করেছে বিসিসিআই।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are hereby invited from the interested, reputed and experienced coaching institutions located at Agartala for imparting coaching to SC students who are interested to appear in Type 81,Short Hand during the year 2619-2020.
Eligibility criteria of institutions along with other terms and conditions are available in the website www.sew.tripura.gov.in
Last date for submission of Notice Inviting Tender (NIT) is 3" February, 2021 at 4.00 P.M (on all working days) in the tender box put for the purpose in the office of the Director for Welfare of Scheduled Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala and NIT will be opened on the same day, that is on 3" February, 2021 at 4.00 P.M, if possible. No NIT will be entertained after the stipulated date and time.
The interested institutions may submit their tender along with information as described & sought in the advertisement either in person or by post addressed to the Director, Directorate of Welfare for Schedule Castes, Pandit Nehru Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura-799006.
The decision of the Scheduled Caste Welfare Department, Govt. of Tripura shall be final and binding in this regard. For details communication may be made through E-mail ID: dir.scw-tr(i4gov.in/ directorscwAgmail.com and Tel. Ph. No. (0381)-232-.3363/232-4134.

S/d - illegible
(Santosh Das)
Director fir Welfare of SCs
Goverrment of Tripura

ICA/C-2943/2020-21

সৌরভের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে টুইট কৈলাসের, খোঁজ নিলেন অমিত শাহ

দেশবাসীর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে ফের একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক এবং বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার আবারও বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে ভরতি করা হল অ্যাপোলো হাসপাতালে। শেষ পাওয়া খবরে সৌরভের একাধিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। টেস্টগুলির ফলাফল আসার পরই তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যে স্কঙ্খঙ্খজ্জ সভাপতির অসুস্থতার ব্যাপারে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সৌরভের রক্ত পরীক্ষা, ইকো কার্ডিওগ্রাম করা হয়েছে। তাতে বেশ কিছু সমস্যাও ধরা পড়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সৌরভের অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হবে। আপাতত হাসপাতালেই থাকবেন তিনি। সেজন্য ১৪২ নম্বর কেবিনও তৈরি রাখা হয়েছে। আপাতত সৌরভকে দেখছেন চিকিৎসক আফতাব খান, সরোজ মণ্ডল এবং সপ্তর্ষি বসু। চলতি সপ্তাহেই স্টেন্ট বসানোর জন্য হাসপাতালে ভরতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাত থেকেই অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন তিনি। বুধবার দুপুরে অবস্থার আরও অবনতি হতেই তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সৌরভের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টুইট করে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়।বছরের শুরুতে ৩ জানুয়ারি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিসিসিআই সভাপতি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল উডল্যান্ডস হাসপাতালে। হৃদরোগে আক্রান্ত সৌরভ বলে জানান চিকিৎসকরা। তাঁকে সুস্থ করে তুলতে একটি স্টেন্ট বসানো হয়। আরও দুটি স্টেন্ট বসানোর কথা ছিল ধাপে ধাপে। যাবতীয় রিপোর্ট দেখার পর ৭ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে। বাড়িতে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি। এরপর সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়েরও বুকে স্টেন্ট বসানো হয়। এবার ফের অসুস্থ হলেন সৌরভ।

তাঁর একাদশে নেই কোহলি, রোহিত আছেন ভাগ্য জোরে

টেস্ট, ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টিসংস্করণ যা-ই হোক, বর্তমান সময়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে একাদশ গড়তে গেলে তাতে সম্ভবত বিরাট কোহলির নামটা বেশিরভাগ ক্রিকেটপ্রেমীই রাখবেন। তবে ব্র্যাড হগ এই শ্রেণিতে পড়েন না। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতি স্পিনার তাঁর চোখে সময়ের সেরা টেস্ট একাদশ বানিয়েছেন। তাতে চারজন ভারতীয়কে রাখলেও কোহলিকে রাখেননি!

রোহিত শর্মা আছেন তাঁর একাদশে, এমনকি মায়াঙ্ক আগরওয়াল-অজিঙ্কা রাহানেও আছেন হগের একাদশে। পাকিস্তানের বাবর আজমও হগের একাদশে জায়গা পাচ্ছেন পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। তবে কোহলিকে না রাখার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হগ। কারণটা ভারত অধিনায়কের সাম্প্রতিক ফর্ম।

বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতা টেস্টে ১৩৬, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পুনেতে অপরাজিত ২৫৪, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টনে ৭৬ আর অ্যান্টিগায় ৫১ — টেস্টে সর্বশেষ ১৫ ইনিংসে কোহলির রান বলতে এ-ই। এর বাইরে সর্বোচ্চ ৩১। ২০ পেরিয়েছেন আর একবার। গত ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডে তো দুঃস্বপ্নের মতো সিরিজ কেটেছে কোহলির। দুই টেস্টে তাঁর রান — ৩, ১৪, ২, ১৯।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-29/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.20/01/2021
On behalf of the Governor of Tripura,

The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 02/02/2021 for the works vide:- (i) DNIT.No. 101/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.20/0112021 (ii) DNIT.No. 102/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.20101/2021 (iii) DNIT.No. 103/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.20/01/2021 (iv) DNIT.No. 104/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.20/01/2021 (v) DNIT.No. 105/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.2010112021. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- eenikgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2964/2020-21

(Er. Surajit Bhattacharyya)
Executive Engineer RD
Kumarghat Division

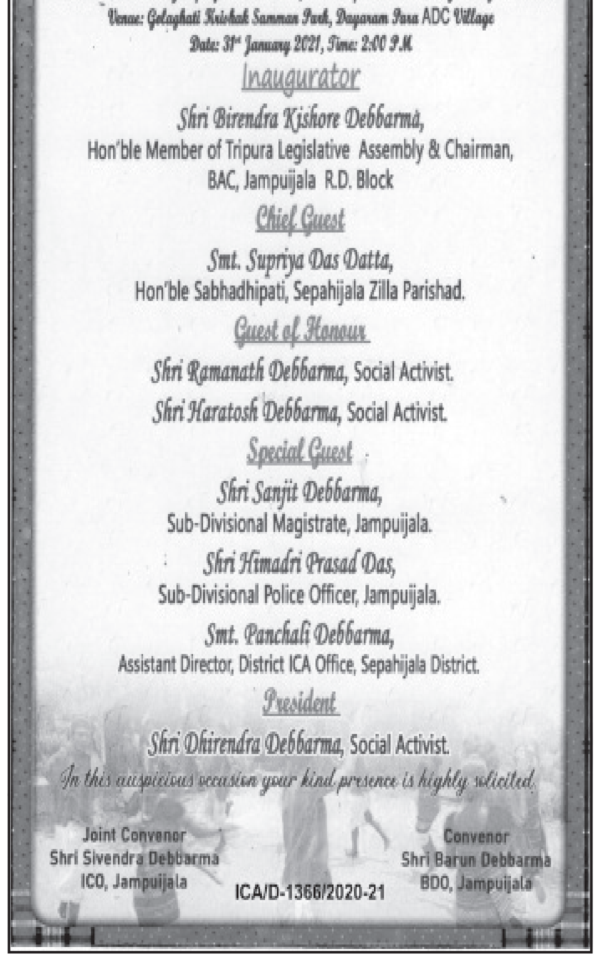

PNIe-T No: - 41/EEMWS/DIVNAMP/2020-21, Date:22/01/2021
e-Tender in 2(two) bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	DNIe-T No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Time & date of pre-Bid conference	Website for online biding	Time & date of opening of online technical bid	Tender Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	24/CE/PWD(DWS)/2020-21	JJM Scheme/ Retrofitting of JJM Scheme/ Different Water Supply Scheme under Gomati District/ SH:- Construction of 15 (Fifteen) Nos. Deep Tube Wells with Contractor's Direct Rotary Normal Power Drilling rig and other machineries, equipments under various programmes including providing of ERW pipes, pea-gravels etc. under Gomati District of Tripura State during the year 2020-21.	₹2,63,17,319.53	₹2,63,173.00	200 (Two Hundred) days	Upto 3.00 P.M on 15/02/2021	At 12.00 A.M on 05/02/2021	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M on 15/02/2021	₹ 5,000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact:- 9774452561

For and on behalf of Governor

ICA/C-2957/2020-21

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer DWS Division
Udaipur - Udaipur, Gomati District, Tripura

দেশের বৈচিত্র্যময় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ-দেশের মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) ।। দেশের বৈচিত্র্যময় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ-দেশের মানুষকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। বৈচিত্র্যময় এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে মণিপুরি সংস্কৃতি অন্যতম। শুক্রবার আগরতলার অনন্ত পাখোংবা মন্দির প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী লাইহারাওবা উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের মূল বন্ধনই হচ্ছে পরম্পরাগত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনশৈলির রূপ প্রকাশ পায়। দীর্ঘকাল যাবৎ এ-দেশে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্যময় ধারা প্রবহমান।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিই এ-দেশের পরিচয় বহন করে। এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মানসিকতা গড়ে তোলার পাশাপাশি একাত্মবোধ গড়ে তুলে। তিনি বলেন, মণিপুরি সমাজ এক অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুসংহত সমাজ। মোঘল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে মণিপুরি সমাজ, বিশেষ করে মণিপুরি মহিলাদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জনগণের সহযোগিতায় ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন লাইহারাওবা উৎসব কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় সিংহ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা, ত্রিপুরা মণিপুরি সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রাজকুমার জীতেন্দ্র সিংহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মণিপুরি শিল্পীরা চিরাচরিত মণিপুরি নৃত্য পরিবেশন করেন। অনন্ত পাখোংবা লাইহারাওবা উৎসব কমিটি এই উৎসবের আয়োজন করেছে।

উরাং কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। উনকোটি জেলার শ্রীনাথপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে উরাং কলোনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ২৮ জানুয়ারি এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩২ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত এমপিডব্লিও এবং আশাকর্মীগণ গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ এবং হাসপাতালে প্রসব করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শিল্প মেলায় ১ ফেব্রয়ারি স্বাগত পোর্টাল নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। হাঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আজ থেকে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণের ইণ্ডোর এগজিবিশন হলে মেলার দিনগুলিতে বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হবে। আগামী ১ ফেব্রয়ারি বিকাল তিনটায় সেমিনার শুরু হবে। সেমিনারের বিষয় 'এমএসএমই স্কিম এণ্ড প্রোগ্রামস-এসডব্লিউএএজিএটি (স্বাগত) পোর্টাল'। ডিআই, এসআইডিবিআই, বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এমএসএমই বিশেষ'গণ এই সেমিনারে আলোচনা করবেন।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে গত ২৬ জানুয়ারি এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৪ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ডা. সবিতা দেববর্মা। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কংসরাম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার আওতাধীন চন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৭ জানুয়ারি কংসরাম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৩ জন গর্ভবতী মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে তিনজন গর্ভবতী মা ও পাঁচজন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া, গর্ভবতী মায়ের যত্ন, যক্ষারোগ এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলায় ৫০.৭২ হেক্টর তঁতবাগান সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম জেলার ৮টি ব্লকের ৫০.৭২ হেক্টর তঁতবাগান সংস্কার করার কাজ চলছে। এমজিএন রেগা ও সি এস এস-এর মাধমে এই কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যয় হবে ৩৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। ২৬৬টি পরিবারের তঁতবাগান সংস্কার করা হচ্ছে। এরমধ্যে লেফুঙ্গা ব্লকের ১৭টি, বামুটিয়া ব্লকের ৭টি, মোহনপুর ব্লকের ১০টি, ডুকলি ব্লকের ৬টি, জিরানীয়া ব্লকের ৩০টি, মান্দাই ব্লকের ১৩৬টি, বেলবাড়ী ব্লকের ৪৮টি এবং পুরাতন আগরতলা ব্লকের ১২টি পরিবারে তুঁতবাগান সংস্কারের কাজ চলছে। পশ্চিম জেলা রেশম শিল্প কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

৩১ জানুয়ারি পালস পোলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। আগামী ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে পালস পোলিও টিকাকরণ করা হবে। পরের দুইদিন টিকাকরণের জন্য বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করা হবে।পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পালস পোলিও টিকাকরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে গজারিয়ার আশারামপাড়ায় স্বামী বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলে। সকাল ৮টায় টিকাকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিধায়ক মিমি মজমদার। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা।

পতঙ্গবাহিত রোগের ওপর প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ২৮ জানুয়ারি খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে পতঙ্গবাহিত রোগের ওপর একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে পতঙ্গবাহিত রোগ কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে এম পি এস, সি এইচ ও, এম পি ডব্লিওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আলোচনায় অংশ নেন খোয়াই জেলার ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার, ডা: পদ্মরাম জমাতিয়া ও এন ভি বি ডি সি পির স্টেট কনসালটেন্ট শ্রী জয়দীপ দত্ত। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আশা ভরসা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আশা ভরসা দিবস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২৬ জানুয়ারী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কলাছড়ায় আশা ভরসা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদ্বীশ চন্দ্র নমঃ। তাছাড়া আশাকর্মী, আশা ফেসিলেটর, এমপিএস, আশা নোডাল অফিসার, সিএইচও এবং এমপিডব্লিউগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম, জননী সুরক্ষা যোজনা, আসন্ন পাল্-পোলিও, যক্ষা ও কুষ্ঠরোগী সনাক্তকরণে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে রোগীরা কি কি স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয় তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আশাকর্মীদের পরামর্শ দেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিশালগড়ে যোগা প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। আজ থেকে বিশালগড়স্থিত মুড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক যোগা প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ২০দিন ব্যাপী এই শিবিরের উদ্বোধন করেন সমাজসেবী সুশান্ত দেব। শিবিরে মুড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগা প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া দপ্তর থেকে ৪০টি যোগা ম্যাট তুলে দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত সহ মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী অমরচন্দ্র বণিক, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারপার্সন অ'না দেবনাথ, ব্লক লেভেল স্কুল স্পোর্ট বোর্ড এর সচিব মহম্মদ আলমগীর হোসেন, মুড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতি দেববর্মা এবং বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক।

তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। পশ্চিম জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প শাখা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ জানুয়ারি তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তামাক মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষনা করা হয়। এদিন চম্পকনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত চম্পকনগর এইচ. এস স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চম্পকনগর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাঃ মিনতি মুড়াসিং, অমিতাভ রুদ্রপাল, ডি.ই.ও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও এদিন তামাক মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার লক্ষ্যে চম্পকনগর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত খামারবাড়ী এইচ. এস. স্কুলে এবং নরসিংগড় উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত দূর্জয়নগর হাই স্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলিতেও শিক্ষক শিক্ষিকা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

উনকোটি জেলায় টিবি ফোরামের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্য সরকার যক্ষা রোগীদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। যক্ষা প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের অন্যতম হল জেলাভিত্তিক টিবি ফোরামের সভা। গত ২৮ জানুয়ারি উনকোটি জেলায় ত'তীয় পর্যায়ে টিবি ফোরামের সভার পাশাপাশি টিবি কো-মরবিডিটি-কমিটির সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমিত্র চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার সিএমও ডাঃ শরদিন্দ রিয়াং। যক্ষা রোগ দূরীকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পাশাপাশি রোগীদের সরকারি সমস্ত সহায়তা করার বিষয়েও সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সকলস্তরের মানুষকে যক্ষা রোগ সংক্রমণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব, সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে সচেতন করার বিষয়গুলি নিয়েও সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় জেলার ডিটিও ডাঃ নবজ্যোতি চাকমা ও জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ তাপস দত্ত ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি রোগ নির্মল করার লক্ষ্যে 'টিবি হারবে-দেশ জিতবে' এই ভাবনায় সমাজে সকলস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাছাড়াও আলোচনা সভায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিবি ফোরামের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির জেলা প্রতিনিধিগণ ডিএপিসিইউ (ডাপকু)-র পক্ষ থেকে এইচআইভি-টিবি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন এলাকার জনপ্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট জেলার যক্ষা প্রকল্পের সাথে যুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

দক্ষিণ জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সি আর পি সি ১৪৪ ধারায় দক্ষিণ ত্রিপুরার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। জেলাশাসকের আদেশে বলা হয়েছে সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত চার জনের বেশী এক জায়গায় সমবেত হতে পারবেন না। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এস পি, বিলোনীয়া ও সাব্রম মহকুমার মহকুমা শাসকের অনুমতি ছাড়া কোন যানবাহন এবং সাধারন মানুষ চলাচল করতে পারবেন না। এই আদেশ আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

আদেশে বলা হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত মিলিটারি/ প্যারা মিলিটারি, রাজ্য পুলিশ কর্মীদের ক্ষেত্রে, দক্ষিণ ত্রিপুরার এস পি, বিলোনীয়া ও সাব্রমের এস ডি এম-র অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, জরুরী সরকারি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, জর"রী চিকিৎসা প্রয়োজন এমন রোগীর ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকর হবে না। আদেশে বলা হয়েছে আদেশ অমান্যকারীর বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দিল্লির দূতাবাসের কাছে বোমা বিস্ফোরণকে 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' হিসেবে দেখছে ইজরায়েল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.): শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির লুটিয়েন্স জোনে ইস্রায়েলি দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। তদন্তের জন্য দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল পৌঁছেছে। আজ বিকেল পাঁচটা পাঁচ মিনিট নাগাদ জিন্দল হাউসের বাইরে এপিজে আবদুল কালাম রোডে মৃদু ইম্প্রোভাইসড একপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণ হয়। জিন্দল হাউস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত ইজরায়েলের দূতাবাস। পুলিশ জানিয়েছে, এই বিস্ফোরণে ৪-৫ টি গাড়িরি কাঁচ ভেঙে যায়। গাড়িগুলির কাঁচ রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ডিভাইডারের একটি অংশের ঘাসও উঠে এসেছে। কম-তীব্রতার এই বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ পুরো অঞ্চলটিকে ঘিরে রেখেছে। সিআরপিএফ কর্মীদেরও ডেকে আনা হয়েছে। আশেপাশে অন্য কোনও বিস্ফোরক রয়েছে কিনা তা জানার জন্য কুকুর স্কোয়াডের সাথে চেষ্টাও করা হচ্ছে। তবে বিস্ফোরণের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' হিসেবে দেখছে ইস্রায়েল।

কন্টোলে রুমে বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিল্লি পুলিশ। আছেন ডেপুটি কমিশনার প্রমোদ কুশওয়াহা-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ কর্তা। সূত্রের খবর, জিন্দল হাউসের ডিভাইডারের কাছে একটি ফুলের টবে আইইডি পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত চলন্ত গাড়ি থেকে সেটি ছোড়া হয়েছিল। তবে কীভাবে বিস্ফোরণ হয়েছে, তা পর্যালোচনা করতে এপিজে আবদুল কালাম রোডে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখবে দিল্লি পুলিশ। নমুনা সংগ্রহ করতে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে দিল্লি পুলিশের ফরেন্সিক দল। গোটা এলাকা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনসিজি) এবং জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।

তবে ইস্রায়েলি দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০১২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ইস্রায়েলের এক কূটনীতিবিদের গাড়িতে বোমা রাখা হয়েছিল। তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হলেও আপাতত সে জামিনে মুক্ত আছে। তবে 'বিটিং দ্য রিট্রিট' অনুষ্ঠান চলাকালীন বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যাওয়ায় শুক্রবারের ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে। কারণ যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখানে মেরেকেটে দু''কিলোমিটার দূরে বিজয় চকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে 'বিটিং দ্য রিট্রিট' অনুষ্ঠান চলছিল। সেজন্য কড়া নিরাপত্তারও বন্দোবস্ত ছিল।

জঙ্গি হামলা নাকি এমনি কোনও বিস্ফোরণ, সেই সংক্রান্ত কোনও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ঘটনার পিছনে সমাজবিরোধীদের হাত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা গিয়েছে। ভিভিআইপি এলাকায় বিস্ফোরণ হওয়ায় সমস্ত তদন্তকারী সংস্থা যৌথভাবে আসরে নেমেছে। তারইমধ্যে সিআইএসএফ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে সব বিমানবন্দর, গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং সরকারি ভবনে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাড়তি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

তবে বিস্ফোরণের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' হিসেবে দেখছে ইস্রায়েল। ইস্রায়েলের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' হিসেবে দেখছে ইজরায়েল। তারইমধ্যে সিআইএসএফ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে সব বিমানবন্দর, গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং সরকারি ভবনে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাড়তি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সিপাহীজলাতে যক্ষা প্রকল্পের 'অ্যাক্টিভ কেইস ফাইণ্ডিং' অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। যক্ষা প্রকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচির অন্যতম একটি হলো 'অ্যাক্টিভ কেইস ফাইণ্ডিং' কর্মসূচি। রাজ্যে সারা বছরই এই কর্মসূচি তিন মাস পর পর হয়ে থাকে। বিশালগড় টিবি ইউনিটের অন্তর্গত নেহালচন্দ্র নগরের দেববর্মা পাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ২৫ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রয়ারী টিবি রোগ শনাক্ত করতে 'অ্যাক্টিভ কেইস ফাইণ্ডিং' অভিযান চলছে। এই অভিযানে টিবি ইউনিটের সিনিয়ার ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার শংকর পাল, পিএমডিটি কোর্ডিনেটর কামরুল হাসান সহ এমপিডব্ল ও উক্ত এলাকার আশাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যক্ষা রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং মতবিনিময় করেন। এই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের মধ্যে যক্ষা রোগ এর প্রাথমিক উপসর্গ আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। আজ পর্যন্ত মোট ২২ জনের কফের নমুনা সংগ্রহ করে সিবিন্যাট মেশিনে পরীক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

৩১ জানুয়ারি বিশেষ লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আইন সেবা কর্ত'পক্ষ এবং সদর মহকুমা আইন সেবা কমিটির উদ্যোগে আগামী ৩১ জানুয়ারি বিশেষ লোক আদালত বসবে। সেদিন আগরতলা কোর্ট কমপ্লে' আটটি লোক আদালত কোর্ট অথবা ব্যা' বসবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আইন সেবা কর্ত'পক্ষ জানিয়েছে সকাল দশটা থেকে আদালতের কাজ শুরু হবে।

ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন
রাজ্য সম্মেলন
৩১শে জানুয়ারী
স্থান - আগরতলা প্রেস ক্লাব, সময় - সকাল ১১টা

উদ্বোধক -	বিপ্লব কুমার দেব প্রধান অতিথি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।
বিশেষ অতিথি -	রতন লাল নাথ মাননীয় শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী ত্রিপুরা।
	সি কে নায়ক, মাননীয় সদস্য, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি
সম্মানিত অতিথি -	গীতার্থ পাঠক সর্বভারতীয় সভাপতি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন নয়াদিল্লি।
সম্মানিত অতিথি -	সাবিনা ইন্দ্রজিত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন নয়াদিল্লি।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রণব সরকার কর্তৃক প্রচারিব

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে সম্পতি জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সভাপতি সমরেশ বিশ্বাস। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি রবি মরশুমে পশ্চিম জেলার ৮,২৩৮ হেক্টর জমিতে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৩,৫১০ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল বোরো ধান এবং ৪,৭২৮ হেক্টর জমিতে হাইব্রীড ধানচাষ করা হবে। অন্যদিকে ২১ হেক্টরে গম, ৮৬০ হেক্টরে ভু ট্টা, ২০৫২ হেক্টরে ডালজাতীয় শষ্য, ১,৩০২ হেক্টরে তৈলবীজ এবং ১২০ হেক্টরে কাউন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন ব্লকে চাষের কাজ শুরু হয়েছে। সভায় জানানো হয়, চলতি বছরে পশ্চিম জেলায় কীষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২,৫৩৭ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতিবছর এম আই ডি এইচ স্কীমে পশ্চিম জেলার ৩১ হেক্টর জমিতে কলা, ২৭ হেক্টর আনারস, ১২ হেক্টর গোলমরিচ, ৬ হেক্টর আদা, ২৩ হেক্টর জমিতে ফুলচাষ করা হয়েছে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের ৩০০ হেক্টর জমিতে প্রাক শীতকালীন এবং ২৪০ হেক্টর জমিতে শীতকালীন সজ্জী চাষ করা হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় এবছর ডুকলী ব্লকের ঈশাণচন্দ্রনগরে ১টি মাশর"মচাষের স্পন তৈরীর ইউনিট তৈরী করা হবে। এছাড়া জিরানীয়া ব্লকে ১টি মাশর"ম প্রোডাকশান ইউনিট এবং বামুটিয়া ব্লকে ১টি ক্রিয়েশান অব ওয়াটার সোর্স কমিউনিটি টেংক খনন করা হবে। সভায় খাদ্য দপ্তরের সদর মহকুমা আধিকারিক জানান, ৮ থেকে ১২ ফেব্রয়ারী পর্যন্ত সদর মহকুমার ক'ষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় হবে। এবছর ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি বছর পশ্চিম জেলায় ২৫১ জন মাছচাষীকে কেন্দ্রীয় বিশেষ সহায়তা প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১১৬ জনের ঋণ ম'র করা হয়েছে। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, পশ্চিম জেলার ১,৩৫০ জন প্রাণি পালককে পোল্টি প্রকল্পে ৪৫টি করে পোল্টি মোরগের ছানা দেওয়া হবে। জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক জানান, হেজামারা ব্লকের নেফ্রাই সর্দার পাড়ায় এল আই স্কীমে পাম্পহাউজ তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। শীঘই পাম্পহাউজটি চালু করা হবে। সভায় জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার(দেব), সহ সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য ও স্থায়ী কমিটির অন্যান্য সদস্য সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দামছড়ায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দামছড়া সমষ্টি উন্নয়ন কার্যালয়ে ২৭ জানুয়ারি কোভিড-১৯ টিকাকরণ, আয়ুমান ভারত, টিকাকরণ নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দামছড়া বি এস সি চেয়ারম্যান, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দামছড়ার ব্লকের বিডিও, আয়ুমান ভারত প্রাকল্পের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার প্রমুখ। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।